NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ কোহলির প্রশংসা বিশ্বের দ্রুততম মানবের! বিরাটে মুগ্ধ উসাইন বোল্ট

গম্ভীরকে কোচ হওয়ার প্রস্তাব ৮

কলকাতা ১৮ মে ২০২৪ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৩৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 18.05.2024, Vol.17, Issue No. 335, 8 Pages, Price 3.00

ছত্রধরের হাত ধরেই জঙ্গলমহলে প্রবেশ করেছিলাম: মুখ্যমন্ত্রী

চিত্ত মাহাতো ● ঝাড়গ্রাম

চার দফা নির্বাচন শেষ, আর বাকি তিন দফা। দিন যত গড়াচ্ছে ততই যেন আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে চলেছেন মমতা। এবার ঝাড়গ্রামের সভায় গিয়ে একেবারে সিপিএম-বিজেপির বিরুদ্ধে করলেন অল আউট অ্যাটাক। ঝাড়গ্রামের সভায় গিয়ে মমতার মুখে শোনা গেল ছত্রধর মাহাতোর নামও।

'ছত্রধর মাহাতোর হাত ধরেই আমি প্রথম জঙ্গলমহলে প্রবেশ করেছিলাম। তখন একটি স্কুটারে করে লালগড়, বেলপাহাড়ি এই সমস্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম মানুষের কি দুরাবস্থা। পিড়াকাটা ভাদুতলায় আমার গাড়ি আটকে দেওয়া হয়েছিল। তখন থেকে জঙ্গলমহলকে আমি ভালো করে চিনি। জঙ্গলমহলের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছি।' শুক্রবার ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কালিপদ সোরেনের সমর্থনে গজাশিমুলের নির্বাচনী সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার চেয়ে জঙ্গলমহলকে আর কেউ বেশি চেনে না। এখানকার কথা বলতে গেলে আমার একটা কোরান, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত হয়ে যাবে। কিন্তু অলচিকিতে, লেপচাতে এবং কুড়মালি ভাষাতে আমার বই রয়েছে।'

'জঙ্গলমহলে অনেক কিছু দেখেছি, অনেক অভাব দেখেছি', - বলেই এরপর সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি দিতে শুরু করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ঝাড়গ্রামের মানুষ আমাকে বলেছিল, আমাদের নতুন জেলা চাই, আমাদের কলেজ চাই, আমাদের মাল্টি সুপার হাসপাতাল চাই, আমাদের জঙ্গল কন্যা সেতু চাই, লালগড়ে সেতু চাই, মেডিক্যাল কলেজ চাই, বিশ্ববিদ্যালয় চাই। এখানকার মানুষের কথা রেখেছি। যেগুলি চেয়েছিল সবই করে দেওয়া হয়েছে। আদিবাসীদের জন্য অলচিকি লিপি স্বীকৃতি দিয়ে স্কুল করে দিয়েছি। অলচিকি শিক্ষক না মেলায় প্যারা টিচার দিয়েছি।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা বাংলার ভোট নয়, তাই বাংলা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবো না। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়েছে একজন ডাক্তার।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ডাক্তার যদি ভোটে লড়তে যায় তাহলে গরিব মানুষের চিকিৎসা করবে কে? আমি ইচ্ছে করলেই বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার প্রণত টুডুর ক্লিয়ারেন্স আটকে দিতে পারতাম।' মুখ্যমন্ত্রী যখন এসব বলছিলেন তখন তার পাশেই বসে ছিলেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাতো এবং ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার উমা সোরেন।

দুদিন পর ঝাড়গ্রামে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। তাই কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আবার মিথ্যা কথা বলতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। সংবাদপত্রগুলিতে বড় বড় করে মোদির বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। বিজ্ঞাপনে যা কিছু বলা হচ্ছে সব মিথ্যা কথা। সন্দেশখালির মত সাজিয়ে তৈরি করা সব নাটক। আপনারা এসব বিশ্বাস করবেন না। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের ভূমিকা তীব্র নিন্দা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনসভায় উপস্থিত জনতার দিকে কিছুটা ভয় দেখানোর সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিএএ করলে আপনার নাগরিকত্ব বাতিল করে দেবে। ওটা একটা ভাঁওতা। মোদির সবকিছুই ভাঁওতা। ভোটের পরে সবাইকে তাড়িয়ে দেবে।

জাতীয় স্তরের বিষয়গুলি নিয়ে এর বেশি কিছু না বলে মুখ্যমন্ত্রী ফের ফিরে আসেন রাজ্য তথা জঙ্গলমহলে। তিনি বলেন, 'জঙ্গলমহলে কি করিনি? ধামসা মাদল থেকে শুরু করে সব করে দিয়েছি।' ঝাড়গ্রামের বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তির্যক ভাষায় বলেন, কি বিজেপির ৪২০ লিডাররা, বিজেপি তো পুরো ৪২০। বিনা পয়সায় গ্যাস দেব বলছে, বিদ্যুৎ দেবো বলছে, -কিন্তু দিয়েছে কি? ওরা যা বলে তা করে না। মুখে বলছে মোদি গ্যারান্টি, কিন্তু কোথাও কোনও গ্যারান্টি নেই।

এরপরেই বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার জল জীবন মিশন প্রকল্প প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হিসেব গুলিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে বলেন, আমরা বাড়িতে বাড়িতে জল পৌঁছে দিতে জমি দিচ্ছি এবং ৩০ শতাংশ টাকা আমরা খরচ করছি। এরপর একটু পরেই তিনি বলেন, এই প্রকল্পেআমরা ৭৫ শতাংশ টাকা দিচ্ছি। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্র একশো দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, বাড়ি দেওয়াও বন্ধ করেছে। আমরা আট লক্ষ বাড়ি বাংলার বাড়ি প্রকল্পে করে দেব। কর্মশ্রী প্রকল্পে ৫০ দিনের কাজও দেব।'

জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, 'মোদিকে ভোট দিলে লদীর ভান্ডার, সবুজসাথী সাইকেল, বিনা পয়সায় চাল পাবেন না। এনআরসি চালু হলে আপনাদের অস্তিত্বই থাকবে না। আমরা আদিবাসীদের সারনা ধর্মের স্বীকৃতি দিয়েছি। কেন্দ্রে আমরা ক্ষমতায় এলে সিএএ, এনআরসি বাতিল করে দেবো। কুড়মিরা তাদের এসটি করার দাবি করতেই পারেন। আমরা বিষয়টি সার্ভে করবো, তারপর কি করা যায় দেখবো।'

এরপর মঞ্চ থেকে সভায় উপস্থিত ভূমিজ মুন্ডা সাঁওতাল কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,' কি মুন্ডা ভূমিজ ও সাঁওতাল ভাই-বোনেরা? খেলা হবে তো? দেখবেন, সিপিএমের লোকগুলো এখন সব বিজেপির হার্মাদ হয়েছে।'

চটি ছিঁড়ল মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর চটি ছিঁড়ে বিপত্তি। সভামঞ্চে সেই চটিতে সেফটিপিন লাগাতে গিয়ে সেই পিন মুখ্যমন্ত্রীর আঙুলে ফুটে গিয়ে হল বিপত্তি। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোপীবল্লভপুরে তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ সোরেনের সমর্থনে জনসভা করতে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বক্তব্য রাখার পরই তিনি বুঝতে পারেন, চটি ছিঁড়ে গিয়েছে। নিরাপত্তারক্ষী তাঁকে বলেন, নতুন চটি আনিয়ে নেবেন। কিন্তু মমতা বাধা দিয়ে পালটা প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে আনবে? আসলে, মুখ্যমন্ত্রী একটি বিশেষ ধরনের চটিই পরে থাকেন। তা সর্বত্র পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে তাঁর সংশয় হওয়াতেই ওই প্রশ্ন করেন। বলেন যে একটি সেফটিপিন পেলে তিনি তা চটিতে লাগিয়ে আপাতত ব্যবহার করবেন।

'চার প্রজন্ম ধরে সংবিধান ধ্বংস করেছে কংগ্রেস'

গান্ধি পরিবারকে তোপ মোদির

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: 'গান্ধি পরিবার চার প্রজন্ম ধরে সংবিধান ধ্বংস করে চলেছে', এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী। চলতি লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বিরোধীরা বারবার দাবি করেছেন, ৪০০ আসন পেয়ে গেলেই সংবিধান পালটে ফেলবে বিজেপি। সেই প্রচারের পালটা দিতেই এবার গান্ধি পরিবারকে কাঠগড়ায় তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস তথা বিরোধীদের প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার বিজেপির এই সংবিধান বদলের হুমকি। রাহুল গান্ধি বারবার জনসভাগুলিতে গিয়ে বলছেন, এই নির্বাচন কোনও সাধারণ নির্বাচন নয়। সংবিধান বাঁচানোর লড়াই। এবার ৪০০ আসন পেলে সংবিধান বদলে দেবে বিজেপি। প্রামাণ্য হিসাবে বিজেপি নেতাদের বিভিন্ন ভাষণকে ব্যবহার করছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। এই মন্তব্য করার জন্য রাহুলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে।

এহেন পরিস্থিতিতে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেন প্রধানমন্ত্রী। সাফ জানিয়ে দেন, 'সংবিধান নিয়ে খেলা শুরু করেছিলেন কে? পণ্ডিত নেহরু। বাকস্বাধীনতার উপর রাশ টানতে প্রথম বার সংশোধন করা হয়েছিল সংবিধান। তার পর ওঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধি অর্ডিন্যান্স জারি করে আদালতের রায় পালটে দেন। শাহবানো মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় এড়াতে সংবিধান সংশোধনের বিল পাশ করিয়েছিলেন রাজীব গান্ধিও।'

২০১৩ সালে কংগ্রেসের সরকার থাকাকালীন কেন্দ্রের আনা অর্ডিন্যান্স ছিঁড়ে ফেলেছিলেন রাহুল গান্ধি, সেই বিষয়টি উল্লেখ করেও তোপ দেগেছেন প্রধানমন্ত্রী। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'পদে না থাকলেও সরকারের রিমোট কন্ট্রোল ছিল গান্ধি পরিবারের হাতেই। সংবিধান মেনে গঠিত হওয়া সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আর এক শেহজাদা এসে প্রকাশ্যেই সেই অর্ডিন্যান্স ছিঁড়ে ফেলছে।' মোদির সাফ দাবি, কাউকে সংবিধান পালটাতে দেবেন না তিনি।

মমতাকে নিয়ে 'কুরুচিকর' মন্তব্য, অভিজিৎকে শো-কজ করল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে লোকসভা ভোটের প্রচারসভা থেকে কিছু মন্তব্য করেছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই মন্তব্যের জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এ ব্যাপারে অভিজিৎকে কারণ দর্শানোর নোটিস দিয়ে কমিশন জানিয়েছে, প্রাক্তন বিচারপতির ওই মন্তব্য 'সর্বার্থে বেঠিক, বিচারবুদ্ধিহীন, শালীনতার সীমালঙ্ঘনকারী এবং কুরুচিকর।'

বুধবার হলদিয়ার চৈতন্যপুরে একটি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে আক্রমণ করেছিলেন অভিজিৎ। তিনি বলেছিলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুমি কত টাকায় বিক্রি হও?' হলদিয়ার ওই সভার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে । সেখানে অভিজিৎকে বলতে শোনা যায়, 'তৃণমূল বলছে, রেখা পাত্রকে কেনা হয়েছিল ২০০০ টাকায়! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুমি কত টাকায় বিক্রি হও? তোমার হাতে কেউ ৮ লক্ষ টাকা গুঁজে দিলে চাকরি হয়, কেউ ১০ লক্ষ টাকা দিলে রেশন হাওয়া হয়ে যায়! কেন তোমার দাম ১০ লক্ষ টাকা? তুমি কেয়া শেঠকে দিয়ে মুখে মেকআপ করাও বলে? আর রেখা পাত্র গরিব মানুষ, লোকের বাড়িতে কাজ করে, আমাদের প্রার্থী। সে জন্য তাঁকে ২০০০ টাকায় কেনা যায়? এক জন মহিলা হয়ে উনি এক মহিলা সম্পর্কে এ কথা বলেন কী করে? উনি আদৌ মহিলা কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে আমার!'

অভিজিতের এই মন্তব্যের উল্লেখ করে রাজ্যের শাসকদল তাঁর কড়া নিন্দা করে। অভিজিতের মন্তব্যের ইংরেজি তর্জমা-সহ কমিশনেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল তৃণমূল। শুক্রবার সেই অভিযোগেরই জবাব এল কমিশনের কাছ থেকে। কমিশন জানিয়েছে, তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ ওই মন্তব্যে শুধু রুচিহীনতার পরিচয়ই দেননি, তিনি নির্বাচনের সময়ে জারি থাকা আদর্শ আচরণবিধিও লঙ্ঘন করেছেন।

এই মর্মে কমিশন আগামী সোমবার, ২০ মে, বিকেল ৫টার মধ্যে অভিজিৎকে তাঁর ওই আচরণের কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছে। কমিশন জানতে চেয়েছে, কেন ওই মন্তব্যের জন্য অভিজিতের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে না? কমিশন এ-ও জানিয়েছে যে, যথা সময়ে অভিজিৎ যদি নোটিসের জবাব না দেন, তবে কমিশন ধরে নেবে এ ব্যাপারে তাঁর কিছু বলার নেই এবং পরবর্তী কালে তার ভিত্তিতেই অভিজিতের বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে পদক্ষেপ করা হবে।

বৃহস্পতিবারই অভিজিতের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছিল তৃণমূল। এ ব্যাপারে এক্স হ্যান্ডলে তারা লিখেছে, 'ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন অভিজিৎ।

সন্দেশখালির মাম্পিকে মুক্তির নির্দেশ, নিম্ন আদালতের ভূমিকায় প্রশ্ন হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রী মাম্পি দাসকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। গ্রেপ্তারি নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এর নেপথ্যে 'মাস্টারমাইন্ড' কে, জানতে চেয়েছে আদালত।

গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মাম্পি। গ্রেপ্তারিকে বেআইনি বলে দাবি করেছিলেন তিনি। শুক্রবার সেই মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সেনগুপ্তের এজলাসে। বিচারপতি জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত বন্ডে মামলাকারীকে অবিলম্বে হেপাজত থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৫এ ধারায় যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তা-ও স্থগিত থাকবে। আগামী ১৯ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

শুক্রবার শুনানি চলাকালীন মাম্পির গ্রেপ্তারি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। মাম্পির গ্রেপ্তারির ক্ষেত্রে ১৯৫এ ধারা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা হয়নি বলে অভিযোগ। বিচারপতির প্রশ্ন, 'ম্যাজিস্ট্রেট কী করেছেন? ১৯৫এ ধারা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তার পরেও তিনি কী ভাবে এই নির্দেশ দিলেন? এমন গ্রেপ্তারের নেপথ্যে মাস্টারমাইন্ড কে? এই মামলাটি কোন অফিসার দেখছেন?'

রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি সেনগুপ্ত জানান, এ ভাবে কাউকে গ্রেপ্তার করাই যায় না। তাঁর মন্তব্য, 'আপনারা হয়তো এই কোর্টকে গুরুত্ব দেন না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশগুলি অন্তত মেনে চলুন।' পাশাপাশি, মাম্পিকে ফাঁসানো হয়েছে বলেও মন্তব্য করে আদালত।

শুক্রবার মাম্পির আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার আদালতে সওয়ালে জানান, গত ৭ মে তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের হয়। তার দু'দিন পরে ৪১এ ধারায় নোটিস দেয় পুলিশ। গত ১৪ মে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনযোগ্য ধারায় জামিন নিতে গেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ১২ দিনের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন মঞ্জুর করে নিম্ন আদালত। প্রথম দিন পুলিশের কেস ডায়েরি না দেখেই হেপাজতে পাঠিয়েছিল নিম্ন আদালত।

সিবিআই অস্থায়ী শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির অস্থায়ী শিবির থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করল সিবিআই। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সেখানে শিবির খুলেছে তারা। শুক্রবার থেকে সেখানে কাজ শুরু হয়েছে। যাঁরা ইমেল পাঠাতে পারছিলেন না, তাঁরা প্রথম দিন শিবিরে গিয়ে অভিযোগ জমা করেছেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপও করেছেন আধিকারিকেরা। কথা বলেছেন অভিযোগকারীদের সঙ্গে। খতিয়ে দেখেছেন জমি। সন্দেশখালি নিয়ে সব অভিযোগ শোনার জন্য সেখানে অস্থায়ী শিবির বা ক্যাম্প অফিস তৈরি করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, সন্দেশখালিতে থেকেই এ বার তদন্ত করবেন তাদের আধিকারিকেরা। শিবির খোলা হয়েছে শুনে শুক্রবারই স্থানীয়দের কয়েক জন অভিযোগ জানাতে চলে যান। এর আগে ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ করেছিল সিবিআই।

ইডির চার্জশিটে 'অভিযুক্ত' আপ

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: দিল্লির আবগারি দুর্নীতি সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলা। 'অভিযুক্ত' হিসাবে 'আম আদমি পার্টি' (আপ)-র নাম চার্জশিটে রাখা হবে। শুক্রবার তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট(ইডি)-এর তরফে সুপ্রিম কোর্টকে এ কথা জানানো হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আপই হবে দেশের প্রথম স্বীকৃত রাজনৈতিক দল, দুর্নীতির মামলায় যাকে 'অভিযুক্ত' হিসেবে দেখানো হবে।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

শুক্রবার দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে হালিশহরে রোড শো করলেন মিঠুন চক্রবর্তী।

বনগাঁর দখল নিতে জিততে হবে মতুয়া মন

শুভাশিস বিশ্বাস

একসময়ের তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বনগাঁতে এখন শুধুই উড়ছে গেরুয়া ধ্বজা। বিজেপির দাপটে একরকম দিশেহারা শাসক শিবির। মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ লোকসভায় ২০১৯ সালে তৃণমূল প্রার্থী মমতাবালা ঠাকুরকে পরাজিত করে প্রথমবার পদ্ম ফুটিয়ে বিজেপির জায়গা পোক্ত করেন ঠাকুর বাড়ির সদস্য শান্তনু ঠাকুর। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির হয়ে দাঁড়াচ্ছেন বিদায়ী সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। বিপক্ষে তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। পাশাপাশি ওই কেন্দ্রে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ছেন প্রদীপ বিশ্বাস। গত লোকসভা নির্বাচনে ৬ লাখ ৮৭ হাজার ৬২২ ভোট পেয়ে বনগাঁ থেকে জয়ী হন শান্তনু। বিপুল ভোট সন্দেহ নেই। পরবর্তীতে তাঁকে মন্ত্রীও করে কেন্দ্রীয় সরকার। এবারে ফের তাঁর উপরেই ভরসা রেখেছে গেরুয়া শিবির।

২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনেও বনগাঁ লোকসভায় জয়ধ্বজা উড়েছে বিজেপির-ই। বনগাঁ লোকসভার কল্যাণী, হরিণঘাটা, বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটায় ফোটে পদ্ম। একমাত্র স্বরূপনগর যায় জোড়াফুলের দখলে। পরবর্তীতে বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস যোগ দেন তৃণমূলে। এই বিশ্বজিতের হাতেই নির্বাচনী লড়াইয়ের ব্যাটন তুলে দিয়েছে তৃণমূল।

তবে মতুয়া গড়ে নিঃসন্দেহে বড় ফ্যাক্টর সিএএ। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই বিজেপির তরফে দেশে সিএএ লাগু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যা বাস্তবায়িত হয় তারও পাঁচ বছর পর ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন নির্ঘণ্ট প্রকাশের কয়েকদিন আগে। সিএএ লাগু হতেই মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা অংশের মধ্যে ধরা পড়ে ব্যাপক উচ্ছ্বাস। অন্যদিকে তৃণমূল সিএএ-এর বিরোধিতা করে আসছে প্রথম থেকেই। আর তারই জেরে আড়াআড়িভাবে ফাটল দেখা দেয় ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলেও। ফলে এই সিএএ-র প্রভাব মতুয়াদের মধ্যে ঠিক কেমন পড়েছে তার কিছুটা আঁচ মিলবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে।

তবে বনগাঁয় বিজেপি শিবিরে কোথাও যেন রয়েছে চাপা অসন্তোষ। গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে প্রচারেও রয়েছে খামতি। এই খামতি বড্ড নজরে আসছে বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রে। বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারকে নিজের বিধানসভা এলাকায় ভোটের প্রচারে দেখা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রাই। তবে স্বপনের সাফাই, এবার বিজেপি বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করায় স্বাভাবিক ভাবেই নিজের প্রচারে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। ফলে বিধায়কের অনুপস্থিতিতে বিজেপির সেই ঝাঁঝালো প্রচার উধাও। সঙ্গে কানাঘুষো এও শোনা যাচ্ছে, বনগাঁ দক্ষিণে বিজেপির নেতা-কর্মীরা প্রচারে তেমন গা ও লাগাচ্ছেন না। এখানে একটা কথা বলতেই হয়, লোকসভা ভোটের প্রার্থী ঘোষণার আগে পর্যন্ত বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে স্বপনের দূরত্ব ছিল অনেকটাই। প্রায় এক বছর ধরে দু'জনকে এক সঙ্গে দলীয় কর্মসূচিতে কার্যত দেখা যায়নি। তবে বারাসতের প্রার্থী হিসেবে স্বপনের নাম ঘোষণার পর থেকে কাছাকাছি আসেন শান্তনু-স্বপন। এদিকে স্বপন বনগাঁ দক্ষিণে প্রচার সম্পর্কে জানান, বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের প্রচারে বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে কোনও কর্মী তিনি আনেননি। কর্মীরা ওখানে কাজ করছেন তাঁর নির্দেশেই। শেষ দিকে দু'একটি সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। আর এই সভাতেই বিরোধীদের সঙ্গে পার্থক্য গড়ে দেবেন তিনি।

-বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ইং ১৪/০৫/২০২৪ তারিখে একদিন পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ২৯/১৪, দরখাস্তকারী প্রভাত কোলে-র বিজ্ঞপ্তিটির ৮ম লাইনে ভুলবশতঃ পঞ্চুবালা কোলে ডঃ পঞ্চি কোলে ছাপা হইয়াছে, যাহা পঞ্চুবালা কোলে ওঃ পঞ্চি কোলে পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৩০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Azad Ali Sarkar (old name) S/o. Abdul Samad Sarkar R/o. Nawpara, Ballaldighi, Pandua, Hooghly-712135, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ajad Sarkar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Md. Azad Ali Sarkar & Ajad Sarkar S/o. Abdul Samad Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md Nazmul Sarkar.

নাম-পদবী

পুত্রের পাসপোর্টে আমার নাম Younuch Ali Khan আছে ১৫-৫-২৪ তেহট্ট কোর্টে এফিডেভিটে Yunuch Ali Khan হলাম Yunuch Ali Khan ও Younuch Ali Khan একই ব্যক্তি। গ্রাম ও পোষ্ট- মালিয়া পোতা নদীয়া।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৫/২৪ নোটারী পাবলিক, কৃষ্ণনগর, নদীয়া কোর্টে ৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Arpita Majumdar (old name) W/o. Sudipta Manumder D/o. Santosh Lodh R/o. Baruipara Bai Lane, Krishnanagar, Nadia-741104, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Arpita Lodh Majumdar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Arpita Majumdar & Arpita Lodh Majumdar W/o. Sudipta Manumder D/o. Santosh Lodh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

পাশপোর্টে আমার নাম আব্দুসালাম খাঁন, পিতা- ইউনুচ আলি খাঁন আছে। ১৫-৫-২৪ নোটারী পাবলিক তেহট্ট কোর্টে এফিডেভিটে আব্দুস সালাম খাঁন, পিতা- ইউনুচ আলি খাঁন ও আব্দু সালাম খাঁন পিতা- ইউনুচ আলি খাঁন উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম আব্দুস সালাম খাঁন, পিতা- ইউনুচ আলি খাঁন। গ্রাম ও পোষ্ট- মালিয়া পোতা নদীয়া।

নাম-পদবী

গত ১০/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩২৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Manika Sadhukhan Garai @ Manika Garai (Sadhukhan) (old name) W/o. Nanigopal Garai R/o. Kola Chanditala, Mogra, Hooghly-712148, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Manika Garai (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Manika Sadhukhan Garai @ Manika Garai (Sadhukhan) & Manika Garai W/o. Nanigopal Garai উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Snigdha Garai.

নাম-পদবী

আমি Sanjoy Kumar Ghosh @ Chaitanya Ghosh, S/O Sridhar Chandra Ghosh @ Sridhar Ghosh সাং নেলুয়া দামোদরখালি, পোঃ- দৈয়েরবাজার, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, আমার ভোটার কার্ডে নং XZF2299980 আমার ও পিতার নাম Chaitanya Ghosh, S/O Sridhar Ghosh হইয়াছে। ১৬.০৫.২০২৪ তারিখের আলিপুর কোলকাতা ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের সিরিয়াল নং ১০৭১৯ এফিডেভিট বলে Sanjoy Kumar Ghosh, S/O Sridhar Chandra Ghosh ও Chaitanya Ghosh, S/O Sridhar Ghosh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Priyanka Singh পিতা late Ashok Bahadur Singh, নিবাস Ananda Pally Paschim Ansha Purba Putiary P.O.- Purba Putiary, P.S- Regent Park, Kolkata - 700093, আমার ক্লাস 10-এর ডকুমেন্টসে আমার পিতার নাম আছে Ashok Singh. গত 08.01.2024 ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোলকাতা কোর্টের এফিডেভিট (733) বলে আমার পিতা Ashok Bahadur Singh নামে পরিচিত হলেন। Ashok Singh এবং Ashok Bahadur Singh একই ব্যক্তি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৮ই মে। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ । শনি বার। দশমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গল -র মহাদশা। বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা ।মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ শুভ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত। কর্মের আবেদন যারা করেছেন, তাদের নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। যারা যন্ত্রাংশের ব্যবসা করেন, তাদের সফলতার ইঙ্গিত। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদেরও নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল জলভ্রমন বাদ দিয়ে ছোট ভ্রমণে যান। শান্তি বজায় থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে শ্রী শ্রী মহাদেবের ধ্যান করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : অতীব শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজকের গ্রহ অবস্থান বলছে নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে। পরিবারের সদস্যরা আপনাকে সম্মান প্রদান করবে। গৃহ সংসারের সম্মান বজায় থাকবে। দাম্পত্য সুখ শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর আসতে পারে। অল্প পরিচিত কোনো বন্ধু দ্বারা শুভ বৃদ্ধি। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় যারা কাজ করেন, তাদেরও শুভ সৌভাগ্য যোগ বর্ধিত হবে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের কথা শুনে চললে শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে নিজের নাম গোত্র বলুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজকের দিনটি খুব শান্তিপূর্ণ নয়। ব্যবসায়িক কথা গোপন কথা প্রকাশ্য আসার কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারের অশান্তির কালো মেঘ থাকবে, যার কাজটি করে দেওয়ার ছিল তিনি কাজটি করে না করে দেওয়ার জন্য সম্মানহানি যোগ। বিশেষত আজকের দিন যানবাহন বিষয়ে অশুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালান হরহর মহাদেব বলুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে বন্ধু আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে আবার নিজের প্রয়োজনেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। গৃহবধূদের জন্য শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা বিদ্যা চর্চা করেন তাদের জন্য শুভ। শিক্ষক অধ্যাপকদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : অতীব শুভ দিন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার দিন। আজ আপনি জয়ের হাসি হাসতে পারবেন। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত আজ বিফলে যাবে। একজন প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। এনজিওতে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য শুভ। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গনেশে র ১০৮ দুর্বার মালা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ব্যবসায়ের নতুন সুযোগ বৃদ্ধির পথ দেখা যাবে। যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের জন্য নতুন কোন সুযোগ আসছে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য শুভ বিবাহের বিষয়ে যে কথাটা আটকে ছিল আজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাল প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধিমত চলুন শুভ হবে। বাস্তু জমি বাড়ির যারা ব্যবসা করেন তাদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে, মহাকালীর ধ্যানে বসুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ গ্রহ যোগ অতীব শুভ। পরিবারের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য নিয়ে যে বিভ্রাট ছিল, সমস্যা ছিল তা আজ মিটে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন তাদের জন্য শুভ। শিল্পী কলাকৌশলী বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, মাথা ঠান্ডা রেখে, প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধি নিলে আজ আপনার জয় হবেই। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে কোন নতুন দায়িত্ব দিতে পারে। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদেরও শুভ দিন। বাস্তু ফ্ল্যাট জমি বিষয়ে যে উৎকণ্ঠা ছিল তা মিটে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমো শিবায় বলুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ শুভ দিন। পিতৃমাতৃ আশীর্বাদ নিয়ে নতুন কোন কাজ শুরু করার দিন। সেবামূলক কর্মে যারা আছেন, এনজিও তে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য প্রদান হবে। প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন, তাদের শুভ। বেসরকারি বেতন ভোগী কর্মচারীদের জন্য শুভ। সৌভাগ্য যোগ। যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য। বিদ্যার্থী দের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বেলে, ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ জ্ঞান বর্ধক দিন। নতুন করে কিছু জানার দিন। পুরাতন বান্ধব পুরাতন কোন সম্পর্ক আজ দীনতার সাথে নতুন করে সঙ্গী হবে। যারা কেমিক্যাল এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, তাদের জন্য শুভ। শিল্পী কলাকৌশলী যারা তাদের জন্য শুভ দিন। তবে সতর্ক থাকতে হবে, কোন ছলনাময়ী নারীর কারণে পরিবারে বাদ বিতান্ডার সৃষ্টি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমঃ শিবায় বলুন ভালো হবে।

কুম্ভ রাশি : অতীব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাতে হবে। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আজকে আপনাকে কোন ভুল হওয়ার জন্য ডেকে পাঠাতে পারে। পরিবারে বিতর্ক দানা বাঁধবে। অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। ধৈর্য ধরতে হবে অন্যের কথা বেশি শুনলে আজ শুভ আজ নারিকেল সহ ভগবান গনেশের উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন ।শুভ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যারা ইনস্টিটিউট বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাজ করেন তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা পরামর্শদাতা তাদের জন্য শুভ আর্থিক দিন। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। হর হর মহাদেব বলে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় হলুদ রঙের তিলক কপালে দিন শুভ হবে

(ডঃ নীলরতন সরকারের তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট অ্যাট চন্দননগর, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী
মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত।
সন ২০১৮ সালের ৪৬ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা।
শ্রী শরৎ চন্দ্র চন্দ্র
নাড়ুয়া, পঞ্চাননতলা, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা- হুগলী ....দরখাস্তকারী।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা হুগলী, পোঃ ও থানা চন্দননগর, নাড়ুয়া, পঞ্চাননতলা সাকিমের নিবাসী চন্দ্রকালী মুখোপাধ্যায়, পিতা- ˚মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিগত ইং ২২.১১.২০০৯ তারিখে উপরোক্ত সাকিমে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নিম্ন তপশীল সম্পত্তি তাহার পুত্র মায় দেবেন্দ্র বিজয় মুখার্জ্জী (মুখোপাধ্যায়) মহাশয়ের নাম বরাবর এবং তাহার অবর্ত্তমানে তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রী শরৎ চন্দ্র চন্দ্র মায় অত্র দরখাস্তকারীর নাম বরাবর একেকেতা উইল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। এক্ষনে উক্ত দেবেন্দ্র বিজয় মুখার্জ্জী (মুখোপাধ্যায়) বিগত ইং ০৪.০৯.২০১১ তারিখে অবিবাহিত এবং নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। অত্র উক্ত উইল প্রবেটে লইবার জন্য অত্র দরখাস্তকারী অত্র মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাস (৩০ দিন) এর মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নতুবা মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানি অন্তে নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

a) কিষান বিকাশ পত্র

নম্বর	মূল্য
i) 30BC666301	Rs. 5000/-
ii) 30BC666302	Rs. 5000/-
iii) 09BC940948	Rs. 5000/-
iv) 20BC043892	Rs. 5000/-
v) 04BC196637	Rs. 5000/-
vi) 51AB796597	Rs. 1000/-
vii) 93BB621070	Rs. 5000/-
viii) JJCD465251	Rs. 10,000/-
ix) 15CD634580	Rs. 10,000/-
x) 15CD634581	Rs. 10,000/-
Total	**Rs. 61,000/-**

b) 400 numbers of share of Hindustan Unilever Ltd. vide rigsterred Folio No./ DPID NO/Client ID No. HLL2722705 @ Rs. 1600/- total amount Rs. 1600 X 400 = Rs. 6,40,000/- Total Rs. 61,000/- + 6,40,000/- = Rs. 7,01,000/-

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কর্ম এবং অন্যান্য খরচ বাবদ = ১০,০০০ টাকা।

মোট সম্পত্তি মূল্য = ৬,৯১,০০০ টাকা (ছয় লাখ একানব্বই হাজার) টাকা মাত্র মোকর্দ্দমাকৃত তপশীল সম্পত্তি হইতেছে।

সেরেস্তাদার
সৌমেন ঘোষাল
আদালতের অনুমত্যানুসারে
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
চন্দননগর, হুগলী
21.03.2023

Barnali Ghosh
অ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট

নোটিস

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শুভ সরকার, পিতা- সমীর কুমার সরকার, সাং- ১০/১সি/২/১ বঙ্কু বিহারী লেন পোঃ- বেলুড় মঠ, থানা-বেলুড় জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২০২, জাতি- হিন্দু (ভারতীয় নাগরিক)। ও ২রা মার্চ ২০১৭ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিল নং ৮৭ পান্ডুয়া রেজিষ্ট্রী অফিসে তাঁহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, কল্পনা সিকদার, স্বামী - লক্ষীকান্ত শিকদার ও সুরজিত শিকদার, পিতা- লক্ষীকান্ত শিকদার, সাং- বেড়েলা, পোঃ- বেড়েলা, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৩৪, জাতি- হিন্দু (ভারতীয় নাগরিক), উপরিউক্ত ব্যাক্তিকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করেন।

তপশীল সম্পত্তি

মৌজা বাঁটিকা থানা ও রেজিষ্ট্রী অফিস পাভুয়া জে. এল. নং-০৭ হাল খতিয়ান ৪৬৭ সাবেক খতিয়ান ১০৬০, সাবেক ২১৯৬ ও হাল ২৩৩১ দাগের ৩৩ শতকের মধ্যে ০৭ শতক।

এতদ্বারা সকলকে জানানো হইতেছে যে কাহার ও কোনও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ একমাসের মধ্যে গ্রহন করেন।

ইতি
আকাশ কুসুম চট্টোপাধ্যায়
(এ্যাডভোকেট) ৯৪৭৪১৭২২৬৯
Chinsurah Judge's Court

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে জয় প্রকাশ মহাকুল, পিতা-ব্রজ দুলাল মহাকুল, সাং ও পোঃ -ছাতিনাসেলে, থানা-গোপীবল্লভপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর। নিম্নলিখিত সম্পত্তি পঞ্জাব ন্যাশেনাল ব্যাঙ্ক, গোপীবল্লভপুর শাখার মর্টগেজ রাখিয়া ঋনগ্রহন করিতে উদ্যেগ লইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়কোবলা দলিল যাহার নম্বর ৩২৮৮ তারিখ ১১.০৯.১৯৯৬ দাতা শৈলেন কুমার ঘোষ দীং গ্রহীতা - ব্রজদুলাল মহাকুল এর নামিত আসল দলিলটি বি.এল. আর. অফিস হইতে আসিবার সময় ১৪.১২.২০২৩ তারিখে হারিয়ে যায়। ১৮.১২.২০২৩ তারিখে G.D.E No. ৬৯১ নং ডাইরী গোপীবল্লভপুর থানায় করা হইয়াছে। উক্ত দলিলটির আসল কপি যদি কেহ পাইয়া থাকেন বা সম্পত্তি মালিকানা সম্বন্ধে আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি জারীর ৭ দিনের মধ্যে পাঞ্জাব ন্যাশেনাল ব্যাঙ্ক গোপীবল্লভপুর শাখায় যোগাযোগ করিবেন।

সম্পত্তির বিবরন

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- গোপীবল্লভপুর, জে.এল নং- ২৪৫, মৌজা - ফানিয়ামারা, দাগ নং- ৭৩৮।

Sharmistha Das
Advocate
District Judge's Court,
Midnapore

নোটিস

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল সেখ আজিজ হোসেন, পিতা- সেখ মোকসেদ আলম, সাং- বৈঁচী, পোঃ- বৈঁচী, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৪, জাতি- মুসলমান (ভারতীয় নাগরিক)। ২রা আগষ্ট ২০১৬ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল নং ৩০০ পান্ডুয়া রেজিষ্ট্রী অফিসে তাঁহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। শ্রীমতী গঙ্গা বিশ্বাস, স্বামী- অসিত বিশ্বাস, পিতা- লক্ষীকান্ত শিকদার, ঠিকানা- বেড়েলা, পোঃ- বেড়েলা, গয়লাপুকুর, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৪, জাতি - হিন্দু (ভারতীয় নাগরিক), উপরিউক্ত ব্যাক্তিকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নামা নিযুক্ত করেন।

তপশীল সম্পত্তি

মৌজা বাঁটিকা থানা ও রেজিষ্ট্রী অফিস পাভুয়া জে. এল. নং-০৭ হাল খতিয়ান ৪৬৭ সাবেক খতিয়ান ১০৬০, সাবেক ২১৯৬ ও হাল ২৩৩১ দাগের ৩৩ শতকের মধ্যে ১১ শতক।

এতদ্বারা সকলকে জানানো হইতেছে যে কাহার ও কোনও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ একমাসের মধ্যে গ্রহন করেন।

ইতি
আকাশ কুসুম চট্টোপাধ্যায়
(এ্যাডভোকেট) ৯৪৭৪১৭২২৬৯
Chinsurah Judge's Court

ঘোষণা পত্র

আমি ক্রেতা স্বপন দেবনাথ পিতা- মৃত কৃষ্ণলাল দেবনাথ জাতি-হিন্দু পেষা- চাষ, সাং- ভাতশালা, পোঃ চক বামন গড়িয়া, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ববর্ধমান, বিক্রয়কারী- চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, পিতা- ˚ রাজকুমার দেবনাথ, জাতি-হিন্দু, পেষা- ব্যাবসা, সাং- পোড়াঘাট, থানা ও পোঃ- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। বিগত ইং ১৬-০৬-২০০৬ সালে ৪ নং বহির ৩৯ নং আমোক্তার নামা বলে ১) শান্তিরঞ্জন দেবনাথ, ২) কৃষ্ণধন দেবনাথ, ৩) রাখালচন্দ্র দেবনাথ সকলের পিতা- রাজকুমার দেবনাথ -এর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি যাহার দলিল নং- ৩২০৬ তাং- ১৮-০৫-২০১০। আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিব। যদি কাহারও কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ঘোষণাকারীর নিকট আপত্তি জানানোর জন্য জানাইতেছি। পরে আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

মৌজা- রামচন্দ্রপুর, জে.এল. নং- ১১৬, দাগ- ৩৮৪, খতিয়ান নং- ২৯৮, পরিমান- ৫৬, শ্রেনী- শালি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

পঞ্চম দফায় রাজ্যে আরও বাড়ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চম দফার লোকসভা ভোটে রাজ্যে আরও বাড়ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা। আগামী সোমবার অর্থাৎ ২০ মে রাজ্যে পঞ্চম দফার নির্বাচন। নির্বাচন হবে সাতটি আসনে। হাওড়া, হুগলি, উলুবেরিয়া, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে। আর তার আগেই বাড়তে চলেছে পঞ্চম দফার কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা। এমনটাই খবর মিলেছে নির্বাচন কমিশন সূত্রে।

রাজ্যের সাত লোকসভা আসনের ৫৭ শতাংশ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত এই পর্যায়ের জন্যই সর্বাধিক কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হবে। প্রথমে কথা ছিল যে পঞ্চম পর্বের নির্বাচনে ৭৬২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। তবে সেই সংখ্যা এখন বেড়ে দাঁড়ালো ৭৯৯ কোম্পানি। কারণ রাজ্যে আসছে আরও ৩৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাই এবার মোট সংখ্যা হয়ে দাড়ালো ৭৯৯। সব চেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হচ্ছে হুগলিতে। মোট ১৮১ কোম্পানি থাকবে হুগলিতে। কারণ কমিশনের নজরে রয়েছে ব্যারাকপুর, আরামবাগ এবং হুগলি।

প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল যে পঞ্চম পর্বের সময় রাজ্যে থাকবে ৭৬২ কোম্পানি। কিন্তু ভোটের কাজে ব্যবহার করা হবে ৬১৩ কোম্পানি। তবে রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিচার করে আরও ৩৭ কোম্পানিকে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যারা পঞ্চম দফায় নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত হবে। এই ৩৭ সংখ্যার মধ্যে ২০ কোম্পানি আসছে মণিপুর থেকে, ২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে আসছে ১৭ কোম্পানি। এর পাশাপাশি থাকছে ২৫৫৯০ জন রাজ্য পুলিশ। প্রসঙ্গত পঞ্চম দফায় মোট ৫৬৭ সেকশন কিউআরটি থাকবে বলে খবর কমিশন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলিতে ৮৫ শতাংশ এবং আরামবাগে ৮৭ শতাংশ বুথ স্পর্শকাতর। মূলত সেই কারণেই পঞ্চম দফা ভোটের আগে বাড়ানো হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা।

ডোমজুড়ের পোস্টার কাণ্ডে ‘রাজীবের ভূত’ দেখছেন কল্যাণ, প্রকাশ্যে শাসল দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: এবার হাওড়ার সলপে কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় ও কল্যাণ ঘোষের বিরুদ্ধে পোস্টার টাঙানোর ঘটনা ঘটল শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হাওড়া ডোমজুর বিধানসভার সলপ এলাকাতে। পঞ্চম দফা নির্বাচনের ঠিক তিনদিন আগে শুক্রবার সকালে সলপ এলাকার বিভিন্ন জায়গায় শ্রীরামপুরের তৃনমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফ্লেক্স ঝুলতে দেখা গেল। ওই এলাকার সলপ বাজার, সলপ স্কুল, বটতলা, সলপ ব্রিজ ও জাতীয় সড়কের লালবাড়ি মোড়ের কাছে দেখা গেল শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে। ওই ফ্লেক্সে দাবি করা হয়েছে শ্রীরামপুরের দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি ডোমজুরের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের বিরুদ্ধে তোলাবাজির কথা। সবুজ রঙে সেই ফ্লেক্সে সাদা অক্ষরে লেখা হয়েছে,’ ২০২৪ আসন্ন লোকসভা ভোটে নোংরা চরিত্র আর খারাপ ব্যবহারের জন্য কল্যাণ ব্যানার্জি এক লক্ষেরও বেশি ভোটে হারবেন শ্রীরামপুর থেকে। ডোমজুরের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ ও এলাকার তৃণমূল নেত্রী লদী পন্ডিতের তোলাবাজির কারণের জন্য ডোমজুড় বিধানসভা থেকে ২৫ হাজার ভোটে হারবেন কল্যাণ ব্যানার্জি। প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস।’ যদিও এই ফ্লেক্স কে বা কারা টাঙিয়েছে তা নিয়ে শাসকদলের কেউই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এল।

যদিও শুক্রবারের পোস্টার বিতর্কে তৃণমূলকে খোঁচা দেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি দাবি করে বলেন, ‘কল্যাণ নাম হলেও শুধু অকল্যাণকর কাজই করেছেন। তাই অকল্যাণকে দূর করার জন্য শুধু বাম-কংগ্রেস বা সাধারণ মানুষ নয়, এখানে তৃণমূলের লোকজন আছে যারা ভীষণভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন।’ পাশাপাশি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ হিসাবে ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে সেলিম বলেন, ‘কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ হয়ে কি করেছেন? তিনি শুধুমাত্র চোরজোচ্চোরদের বাঁচানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি টাকায় সুপ্রিম কোর্টে যত মামলা লড়ছে, তার উকিল ঠিক করার কমিশন খেয়েছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া আর কোনো কাজ করেননি।’ যদিও পোস্টার বিতর্কে ডোমজুড় বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সরাসরি দায়ী করেন ডোমজুড়ের বর্তমান বিধায়ক ও সদর জেলা সভাপতি কল্যাণ ঘোষ। তিনি বলেন, রাজীব বন্দোপাধ্যায়ের যারা এখানে লোকজন ছিল যারা অনেকেই এখন এলাকা ছাড়া। তার লোকজন এখনও বিজেপি সিপিএমের খাতায় নাম লেখানো আছে। যারা তোলা তোলে বেরাত তারা এখন বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। যে বিরোধী শক্তি যখন এখানে পায়ের তলার জমি খুঁজে পাচ্ছে না তখন এই ভাবে রাতের অন্ধকারে পোস্টার ফেলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। একটাই উদ্দেশ্য তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্বল করে আগামী দিন যাতে আবার বিরোধী শক্তির কাছে পৌঁছনো যায় তার ব্যবস্থা করছে। বিরোধীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই কাজ করছে, বিরোধীরা যখন এজেন্ট খুঁজে পাচ্ছে না, লোক খুঁজে পাচ্ছে না, তখন এদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাঁরা ২০২১ সালের আগে পর্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে তোলাবাজি করত, সেই তোলাবাজি বন্ধ হয়ে গেছে। আর ওরা আমাদের নামে তোলাবাজি কথা বলছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যদি কোনও মানুষ এসে বলতে পারে সে দশ টাকা দিয়েছে। আমি বিধায়ক পদ আর রাজনীতি ছেড়ে দেব। আমি বলছি, যেখানে ওরা পোস্টার টাঙিয়েছে সেই ডোমজুড় থেকেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকবে।’

আর্থিক বর্ষে সমতা কো-অপারেটিভের নেট প্রফিট ২৬৯ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমতা কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সামনে আনল তাদের ২০২৩-২৪ এর অর্থবর্ষের ফলাফল। সমতা ব্যাংকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৪-এর মার্চ পর্যন্ত তাঁরা মুনাফা করেছে ২৬৯ লক্ষ টাকা। এর ফলে ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবসা গিয়ে ৪০৮২৫ লক্ষর সীমানাও পার করেছে। যা এককথায় অসামান্য। শুধু তাই নয়, গ্রস এনপিএ কমে দাঁড়িয়েছে ৯.১৭ থেকে ৭.০৭-এ। নেট এনপিএ কমেছে ১.৫৯ থেকে ১.৫৬ শতাংশ। ডিপোজিটের ক্ষেত্রেও ভালো ফল দেখা সমতা কো-অপারেটিভ। ১৬৪৪৫ লক্ষ থেকে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭,৯৩৮ লক্ষে। সব মিলিয়ে ব্যাংকের ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৮,৩১২ লক্ষ থেকে ৪১, ৭৯১ লক্ষে।

বন্ধন ব্যাংকের মোট ব্যবসা ছাড়াল ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বন্ধন ব্যাংক ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করল। শুক্রবারের এই ঘোষণায় বলা হয়েছে ব্যাংকের মোট ব্যবসা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২.৬০ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। এরই পাশাপাশি মোট আমানতের মধ্যে ব্যাংকের রিটেল ব্যবসার পরিমাণ প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিস্ট্রিবিউশনের সম্প্রসারণ এবং অনুকূল পরিচালন পরিবেশের সঙ্গে ব্যাংকে এই ত্রৈমাসিকে সুষম ব্যবসায়িক বৃদ্ধিও ঘটেছে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ব্যাংকের আমানত গত বছরের এই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকে মোট আমানতের পরিমাণ বর্তমানে ১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা, অন্যদিকে মোট অ্যাডভান্স দাঁড়িয়েছে ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকায়। বর্তমানে কাসা (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট) অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৩৭ শতাংশ।

বনগাঁর দখল নিতে জিততে হবে মতুয়া মন

প্রথম পাতার পর...

অন্যদিকে , ২০১৯-এর ব্যর্থতা থেকে কাটাছেঁড়া শুরু হয় তৃণমূলের তরফে। এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও মনে করেন, ২০২৯-এর মোদি ঝড়ে বামেদের ভোট বিজেপির দিকে চলে যাওয়ার জেরেই জয় এসেছে বিজেপির। এর পাশাপাশি চাঁদপাড়া এলাকায় আনাজ বাজার তুলে কিসান মান্ডিতে নিয়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে রোজগার নিয়ে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল তারও প্রভাব পড়েছিল ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে। সঙ্গে বোঝার ওপর শাকের আঁটি হিসেবে ছিল, শাসকদলের নেতাদের মধ্যে অনৈক্য, কিছু নেতার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ।

এরপর ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে এখানে তৃণমূল পরাজিত হলেও পরাজয়ের ব্যবধান দাঁড়ায় মাত্র ২০০৪ ভোটের। জনসংযোগে খামতিই গড়ে দিয়েছিল এই পার্থক্য। যে কারণে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হওয়ার পর থেকে নিয়মিত কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে জনসংযোগ বাড়াতে থাকেন। এর পাশাপাশি বসে যাওয়া কর্মীদেরও সক্রিয় করেন। সঙ্গে সামনে আনেন নতুন প্রজন্মের অনেককেও। এদিকে গোষ্ঠী কোন্দল কিছুটা হলেও যে মিটেছে তার আঁচ মেলে গত পঞ্চায়েত ভোটে। বিধানসভার ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১১টিতে তৃণমূল জয়লাভ করে। ১টি জেতে বিজেপি। দু’টি পঞ্চায়েত সমিতিও দখল করে তৃণমূল।

এদিকে নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ বিশ্বাস তুলে ধরছেন বনগাঁর কিছু সমস্যার কথা। প্রার্থী নিজেও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। আর এখানেই তাঁর দাবি, ধর্মীয় আবেগ তৈরি করে বিজেপি এবং তৃণমূল এবার আর খুব বেশি সুবিধা করতে পারবে না। মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ ওদের চালাকি ধরে ফেলেছে। সঙ্গে এও বলেন, ইছামতী সংস্কার নিয়ে বিজেপি এবং তৃণমূলের ভাঁওতাবাজির জবাব দেবে বনগাঁ মহকুমার মানুষ। সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি, বনগাঁর মানুষ তাঁকে সাংসদ নির্বাচিত করলে তাঁর প্রধানতম কাজ হবে ইছামতী নদী সংস্কার। এদিকে বাম শিবির থেকেও একযোগে অভিযোগ, নির্বাচন এলেই বিজেপি তৃণমূলের প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি ছোটে। ভোট এলে নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি আর নির্বিচারে ভোট লুট ছাড়া এই ১৩ বছরে তৃণমূল কিছুই করেনি। এবার নির্বিঘ্নে ভোট হলে তার জবাব বিজেপি এবং তৃণমূল দুজনেই পেয়ে যাবে।

তবে বনগাঁয় একদিকে যখন মতুয়া সম্প্রদায়ে বিজেপির মুখ হয়ে উঠেছেন শান্তনু, ঠিক তেমনই বিশ্বজিতের জনপ্রিয়তাও খুব একটা কম নয়। আর এবিপি-সি ভোটার সমীক্ষায় ধরা পড়ছে বনগাঁর মতুয়া মন ঝুঁকছে শান্তনুর দিকেই।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ মে ২০২৪ ৪ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ শনিবার

তৃণমূলের শিক্ষা সেলের অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল শিক্ষা সেলের রাজভবন অভিযানে তুলকালাম। রাজভবনের অদূরে গার্ডরেল দিয়ে মিছিল আটকায় পুলিশ। বাধা অতিক্রম করে রাজভবনে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন মিছিলকারীরা। পুলিশের সঙ্গে বচসা এবং ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শুক্রবার দুপুরে রাস্তায় নেমেছিল তৃণমূলের শিক্ষা সেল ও অধ্যাপক সংগঠন। রানি রাসমণি এভিনিউ থেকে শুরু হয় মিছিল। মিছিলের অভিমুখ রাজভবনের দিকে। হাতে কালো পতাকা। ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন-সহ প্ল্যাকার্ড। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের পদত্যাগের দাবিতে ব্যানার হাতে রাজভবন অভিযান তৃণমূল শিক্ষা সেলের। পূর্ব ঘোষিত এই কর্মসূচি ঠেকাতে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল পুলিশ। রাজভবনের সামনে মোতায়েন করা হয়েছিল প্রচুর পুলিশকর্মীকে।

তৃণমূল শিক্ষা সেলের মিছিল রাজভবনের গেট পর্যন্ত পৌঁছনোর কিছুটা আগেই ব্যারিকেড দিয়ে আটকায় পুলিশ। তাতেই পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা শুরু হয়। একপ্রস্থ ধস্তাধস্তিও হয়। শুরু হয় ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল শিক্ষা সেলের সদস্যরা। পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কিছুটা ধস্তাধস্তির পরিস্থিতিও তৈরি হয় মিছিলে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-অধ্যাপকদের। ধস্তাধস্তির সময় তৃণমূল শিক্ষা সেলের সভাপতি মইদুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। জামা ছিঁড়ে যায় তাঁর। তাঁকে গাড়িতে করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ।

এদিনের মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন সুদেষ্ণা রায়ও। তাঁর বক্তব্য, 'সাংবিধানিক পদ বা রাজনৈতিক পদ বা কোনও উচ্চ পদে বসে থাকার সুযোগ নিয়ে, যদি কেউ মেয়েদের সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ করেন, তাহলে তার প্রতিবাদ দরকার। তদন্ত হওয়া দরকার। আমি সেই জন্যই প্রতিবাদ করতে এসেছি।' তৃণমূল শিক্ষা সেলের রাজভবন অভিযানে পুলিশের ভূমিকা যা ছিল, সেটাকে পুলিশের 'রাজধর্ম' হিসেবেই ব্যাখ্যা করছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি রাজভবন অভিযান প্রসঙ্গে বলেন, 'পুলিশ সেখানে রাজধর্ম পালন করে এবং বিক্ষোভকারীদের আটকায়। পুলিশ তাদের রাজভবনের দিকে যেতে দিতে পারে না। এটা বিরোধীদের শেখা উচিত।'

উল্লেখ্য, রাজভবনের অস্থায়ী মহিলা কর্মীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই সমালোচনার মুখে পড়েছেন রাজ্যপাল। এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে হেয়ার স্ট্রিট থানা তদন্তও করছে। সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনে তার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান গ্রহণের পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে রাজভবনের ৬ কর্মীকে। কিন্তু একাধিকবার তাঁরা হাজিরা এড়িয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তারই মাঝে এক নৃত্যশিল্পীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে নবান্নে জমা পড়েছে। একের পর নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার পথে নামেন তৃণমূল শিক্ষাসেলের সদস্যরা। রাজ্যপাল বোসের ইস্তফা দাবি করেন তাঁরা। যদিও শ্লীলতাহানির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাজ্যপাল বোস। রাজভবন থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। ভোটের বাংলায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। সত্য সামনে আসবে।'

রবিবার থেকে ফের আবহাওয়া পরিবর্তন হবে দক্ষিণবঙ্গের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। সোমবার ও মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যে। রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বীরভূম, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোম ও মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

কলকাতা সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার কলকাতা আংশিক মেঘলা আকাশ নজরে আসে। তবে আগামী তিনদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শুষ্ক ও গরম আবহাওয়া সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরমে। সকাল থেকেই গরম ও অস্বস্তি। দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে। বেলা বাড়লে সূর্যের তাপে আরও গরম অনুভূত হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে চরমে। এরপর সোমবার কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতায় শুক্রবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বৃহস্পতিবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৪৬ থেকে ৮৮ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৯-৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে।

এদিকে উত্তরবঙ্গে শনি ও রবিবার তাপপ্রবাহের সম্ভাবনার সতর্কবার্তা জানানো হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে। উত্তরবঙ্গের তিন ও দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায় তাপপ্রবাহ। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাতেও গরম ও অস্বস্তি থাকবে। তাপমাত্রা আরও বাড়বে আগামী ৩ দিনে। শনিবার পর্যন্ত গরম ও অস্বস্তি থাকবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

সঙ্গে বর্ষার আগমন সম্পর্কে জানানো হয়েছে, আগাম বর্ষা আন্দামানে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে বাংলায় বর্ষার সম্ভাবনা। ভারতের মূল ভূখণ্ড কেরলেও বর্ষা ঢুকবে একদিন আগে, এখনও পর্যন্ত এমনই পূর্বাভাস ভারতের মৌসম ভবনের। আবহাওয়ার বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ১৯ মে রবিবার দক্ষিণ আন্দামান সাগর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ বর্ষা ঢুকে পড়বে নির্ধারিত সময়ের তিন দিন আগে। একইভাবে ভারতের মূল ভূখণ্ড কেরলে নির্ধারিত সময় ১ জুনের একদিন আগের দিন অর্থাৎ ৩১ মে ঢুকে পড়তে পারে মৌসুমী বায়ু।

হাইকোর্টের নির্দেশ স্বস্তিতে গঙ্গাধরও, আপাতত কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়, মৌখিক নির্দেশ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাম্পি দাসের পর গঙ্গাধর কয়াল। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল। আপাতত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলেই জানিয়েছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। মূল মামলাটি প্রধান বিচারপতির এজলাসে বিচারাধীন। সে কারণেই ফের এই মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে ফেরত পাঠান জয় সেনগুপ্ত। এই মামলা বিচারপতি সেনগুপ্ত শুনতে পারেন কিনা সে বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইতে মামলা প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। আপাতত গঙ্গাধরের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়, মৌখিক নির্দেশে জানালেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। প্রসঙ্গত, একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়াকে কেন্দ্রে করে মোড় ঘোরে সন্দেশখালি-কাণ্ডের। নতুন করে উত্তেজনার পারদও চড়েছে সন্দেশখালিতে। অভিযোগ- পাল্টা অভিযোগে ক্রমাগত বহরে বাড়ছে সন্দেশখালি নারী নির্যাতন ইস্যু। এদিকে এই ভিডিও সম্পর্কে ভুয়ো ভিডিও প্রচার বলে অভিযোগ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল। অভিযোগ, তাঁদের ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো ভিডিও তৈরি করে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়। বিজেপি শিবিরের থেকে এও দাবি করা হয়, এহেন ভিডিওর কারণে সন্দেশখালি নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠছে। ফলে গঙ্গাধর কয়ালরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সে কারণে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন গঙ্গাধর। এফআইআর খারিজ এবং নিরাপত্তার দাবিতে আদালতে যান। সিবিআই তদন্তেরও দাবি জানান তিনি।

ব্যাংককগামী বিমানে যাত্রী অসুস্থ হওয়ার জরুরি অবতরণ দমদম বিমানবন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঝ আকাশে বিমানে হঠাৎই সংজ্ঞা হারালেন আরব আমিরশাহির বছর ছিয়াত্তরের আমিন গুলাম মহম্মদ। ঘটনা নজরে আসতেই দমদম বিমানবন্দরে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করানো হয় বিমান। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, শারজা থেকে ব্যাংককগামী বিমান এয়ার আরোবিয়ার ফ্লাইট জি৯ ৮২১ তখন কলকাতার আকাশে। হঠাৎই বিমানের সিটে এলিয়ে পড়েন আমিন। তাঁকে বিমানের সিটে পড়ে যেতে দেখেই অবস্থায় পাশে বসা সহযাত্রী পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

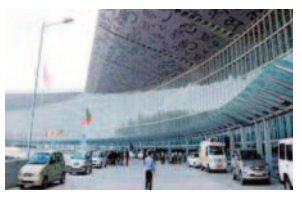

বিমানবন্দর সূত্রে এ খবরও মিলেছে ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার ভোর ৪টে ২৪ মিনিটে। এরপরই কলকাতার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে জরুরি ভিত্তিতে বিমান অবতরণের অনুমতি চাওয়া হয়। অনুমতি মিলতেই দ্রুত বিমানে থাকা ১৮৪ জন যাত্রী এবং ৭ জন ক্রুকে নিয়ে এরপরই কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমানটি। এরপরই বিমানবন্দরে নিযুক্ত চিকিৎসকরা আমিন গুলাম মহম্মদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। এরপর সেখান থেকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নামের বানান বিভ্রাটে নোটিস নিতে অস্বীকার প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সচিব বিবেক কুমারকে সম্প্রতি নোটি পাঠিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু, তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তিনি। কারণ নোটিসে 'ভিভেক'-এর পরিবর্তে 'বিবেক' লেখা হয়। আর এই 'ব' এবং 'ভ'-এর তফাৎ থাকায় নোটিস নিতে অস্বীকার করেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সচিব। তাঁর যুক্তি, বিবেক শধটি উচ্চারিত হয় ঠোঁট থেকে আর ভিভেক শধটি আসে হৃদয় থেকে। তাই নামের বানানের এই ত্রুটির জন্য সচিব আদালতের এই নোটিস নিতে অস্বীকার করেন। এদিকে আদালত অবমাননার মামলায় এক সচিবের এমন যুক্তি শুনে কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত। এদিন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে এই মামলাটি ওঠে। সেখানে এই যুক্তি শুনে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। তিনি এদিন বিরক্তির সঙ্গে বলেন, 'তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হচ্ছে। তারপরে দেখব কোন শধ হৃদয় থেকে বার হয়, আর কোনটা ঠোঁট থেকে।'

প্রসঙ্গত, আদালতের একের পর এক নির্দেশ কার্যকর না করায় তলব করা হয়েছিল ওই সচিবকে। কিন্তু, তাঁর আচরণকে ঔদ্ধত্য হিসেবেই দেখছে হাইকোর্ট। ওই সচিবের বিরুদ্ধে রায় লিখে বিধাননগর সিটি পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়, আগামী সোমবার তাঁকে বেলা সাড়ে দশটায় এজলাসে হাজির করতে হবে। রাজ্যের আইনজীবী বারংবার আবেদন করেছিলেন যাতে এই নির্দেশ না দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আবেদন করেন তিনি।

পার্কস্ট্রিটের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা উডস্ট্রিটে আম গাছ পড়ে বিপত্তি। ব্যাঘাত পরিবহণ ব্যবস্থায়। ছবি: অদিতি সাহা

কোভিডে আক্রান্ত পাঁচজনের খোঁজ মিলল কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্বজুড়ে যখন অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি কোভিশিল্ড নিয়ে আলোচনা তখন খবরের শিরোনামে উঠে এল কলকাতায় কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। শহরে বাড়ছে আতঙ্ক। গত এক সপ্তাহে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে কলকাতার ৫ জন বাসিন্দার কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে। এদিকে কোভিড নেই ভেবে যাবতীয় সতর্কতার কথাও ভুলেছেন অধিকাংশ মানুষ। মাস্ক পরার মতো অভ্যাসও ভুলতে বসেছেন অনেকেই। কিন্তু করোনার অস্তিত্ব যে রয়েছে, তা প্রমাণ করে দিয়ে নতুন করে কলকাতায় পাঁচজন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলল। তবে চিকিৎসকদের আশ্বাস, কোভিডে আক্রান্তের খোঁজ মিললেও এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। জানা গিয়েছে, মিন্টো পার্কের একটি বেসরকারি হাসপাতালেই এই কোভিডে আক্রান্তদের খোঁজ মিলেছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অস্ত্রোপচারের জন্য আক্রান্তরা সেখানে ভর্তি হয়েছিলেন। নিয়মমাফিক পরীক্ষার সময় তাঁদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। তবে কিছুটা হলেও স্বস্তির খবর হল, পরবর্তীতে তিনজনের রিপোর্ট

নেগেটিভ আসায় তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যে দু'জনের চিকিৎসা চলছে তাঁরা কোভিডের নতুন উপপ্রজাতি কেপি ডট টু-এ সংক্রমিত হয়েছেন কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ওই হাসপাতাল সূত্রে খবর, বিভিন্ন অস্ত্রোপচার করার আগে রুটিন পরীক্ষা করার সময়ই ওই রোগীদের কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ে। চিকিৎসকরা অবশ্য জানাচ্ছেন, করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিললেও এখনই আতঙ্কের কারণ নেই। গত মার্চ মাস থেকে মহারাষ্ট্রে শুরু হয়েছে নতুন কোভিড সংক্রমণ। মহারাষ্ট্রে মার্চ মাস থেকে এখনো পর্যন্ত ৯১ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। একদিকে যখন মহারাষ্ট্রে এই ভাইরাসের দাপট বাড়ার খবর মিলেছে তখন কলকাতার রিপোর্টে চিন্তা বাড়ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের।

অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে হালিশহরে রোড শো মিঠুন চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করেই 'মহাগুরু' মিঠুন চক্রবর্তীকে এক ঝলক দেখতে রাস্তার দু'ধারে মানুষের থিকথিকে ভিড়। রোদের তেজ কমতেই শুক্রবার বিকেলে হালিশহর নবনগর মোড় থেকে দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংকে সঙ্গে নিয়ে হুড খোলা গাড়িতে করে রোড শো করলেন বিজেপির তারকা প্রচারক 'মহাগুরু' মিঠুন চক্রবর্তী। মহাগুরুকে কাছে পেয়ে অনেকেই ছুটে এসে হাত মেলান। মহাগুরু নিজেও রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন এবং বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনকে দেখে হাতও নাড়ান। বাজনার তালে গাড়িতে এদিন মহাগুরুকে কোমড় দোলাতেও দেখা গেল। এদিন তিনি বেশ খোস মেজাজেই ছিলেন। হালিশহর পুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা শেষে বলদেঘাটা মোড়ে গিয়ে রোড শো শেষ হয়। তবে রোড শো শুরুর আগে হালিশহর স্টেশনের কাছ থেকে নবনগর মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা করেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। গাড়িতে চেপেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, তীব্র গরম উপেক্ষা করেই মানুষের এত ভিড় প্রমাণ করছে ব্যারাকপুরের মানুষ বিজেপির পক্ষে। মহাগুরুর কথায়, অর্জুন তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ। তিনি অর্জুনকে খুব ভালোবাসেন। অর্জুন একজন মহান নেতা। সুপারস্টার মিঠুন চক্রবর্তীর দাবি, বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিজেপি। মুদির দোকানের মুড়ি-মুড়কির মতো বিজেপি পার্টি নয়। এবার ৪০০-এর বেশি আসন নিয়ে বিজেপি পার্টি ক্ষমতা দেখিয়ে দেবে।

বাংলা সিরিয়ালের অভিনেত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় উঠতি অভিনেত্রীর রহস্যমৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে হরিদেবপুরে। জানা গিয়েছে, ওই অভিনেত্রীর নাম সুস্মিতা দাস। বয়স ২১ বছর। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের সুতাহাটায়। সিরিয়ালে ছোটখাটো অভিনয় করতেন তিনি। হরিদেবপুরের বনমালি ব্যানার্জি রোডের যে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় অভিনেত্রীর ঝুলন্ত দেহ সেখানেই ভাড়া থাকতেন সঞ্জয় নস্কর নামে এক অভিনয় শিক্ষক। বাড়ির মালিক জানিয়েছে, প্রায় পাঁচ বছর ধরে এখানে ভাড়া থাকতেন সঞ্জয় নস্কর। অভিনয়ের শিক্ষক হওয়ার ফলে প্রায়ই তাঁর বাড়িতে ছেলে মেয়েদের আসা যাওয়া লেগে থাকত। সুস্মিতা দাস গত ৬-৭ মাস ধরে আসতেন এই বাড়িতে। করতেন রাত্রিবাসও। একাধিক বাংলা সিরিয়ালে কাজ করেছেন সুস্মিতা। পাওয়া গেছে একটি সুইসাইড নোট।

পুলিশ সূত্রে খবর, সুইসাইড নোট সুস্মিতা উল্লেখ করেছেন যে সঞ্জয় নস্করের সঙ্গে একাধিক মহিলার সম্পর্কের কথা। ওই সুইসাইড নোটে এও লেখা আছে, অভিনয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিক মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে। অভিনয় এবং পড়াশোনার জন্যই শহর কলকাতায় এসেছিলেন ওই অভিনেত্রী। সম্পর্কের টানাপোড়েনেই দুর্ঘটনা কিনা, খতিয়ে দেখছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত, এর আগে পল্লবী দে, বিদিশা দে মজুমদারের মতো অভিনেত্রীদের অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে টলিউডে। কাজের সুযোগ না পাওয়া, আর্থিক সমস্যা, প্রতারণা সহ নানা ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয় উঠতি অভিনেত্রীদের, এমন অভিযোগ হামেশাই ওঠে। তেমনই কোনও কারণে এই মৃত্যুর ঘটনা কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জানানো হয়েছে সুস্মিতার পরিবারকেও।

সম্পাদকীয়

সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা মার্কা রাজনীতি কি কখনও উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করতে পারে?

ঋত্বিক ঘটক জীবদ্দশাতেই একটি প্রজন্মের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন। গণনাট্য যুগ সম্পর্কে তাঁর স্বীকারোক্তি হল 'তখনকার দিনে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কিছু ছিল না।' অর্থাৎ, ব্যক্তিগত মত যা-ই থাক, মানুষকে জাগাতে হবে এবং সে কারণেই গণনাট্যের আদর্শকে শিরোধার্য করে চলতে হবে; এ চেতনার কারণেই সে দিন ব্যক্তিগত লাভ নয়, তাবড় লেখক-শিল্পীদের কাছে সমাজভাবনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। দার্শনিক আলথুজারের মতে, মনের চেতন স্তরে 'আইডিয়োলজি'র প্রভাব সামান্য হলেও নির্জ্ঞান স্তরে মতাদর্শের প্রভাব যথেষ্ট। গণনাট্য আন্দোলনে ঋত্বিক ঘটক, বিজন ভট্টাচার্য, দেবব্রত বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখ কমিউনিস্ট মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বিরোধ-বিতর্ক সত্ত্বেও কমিউনিস্ট মতাদর্শকে তাঁরা মনের গভীরে লালন করতেন। নয়তো পার্টির মতাদর্শ বুঝতে গুণী শিল্পীদের অনেকে তৎকালীন সিপিআই নেতা ভবানী সেনের কাছে ছুটে যাবেন কেন? এমন আদর্শগভীর চেতনাই তাঁদের শিল্পচেতনাকে বলিষ্ঠ করে তুলেছিল। ঋত্বিক ঘটকের অপর একটি কথাও স্মরণ করা দরকার। চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরও কিছু বইতে তিনি লিখেছেন; '...আমরা মানুষকে তীব্রভাবে 'ভালোবাসা'র একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম এবং সেই 'ভালোবাসা' কথাটা সরবে দাঁড়িয়ে বলার ব্যাকুলতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেখা দিত, তাই আমাদের নাটক করার লক্ষ্য ছিল।' এই ভালবাসা আর ব্যাকুলতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা যে 'ঋত্বিকীয় প্যাশন', তাকে আমল না দিয়েই যদি উচ্চমার্গীয় শিল্প গড়ার বাসনা জাগে, তা আঁতলামো-পুজোয় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এটা অবক্ষয়ের যুগ, কৃত্রিমতার যুগও বটে। অর্থলোলুপতা এ সময়ের মানুষের এক জঘন্য প্রবণতা, এ কথা ঠিক। যদিও এ রাজ্যের তুমুল প্রতিভাবান লেখক-শিল্পীদের কেউ কেউ আজও আশ্চর্য রকমের শিল্পকর্মে বিভোর হয়ে আছেন। মেকি সংস্কৃতির তাণ্ডব যেমন আছে, তেমনই অন্য দিকে যোগেন চৌধুরীর মতো দক্ষ চিত্রশিল্পীর ছবি আঁকা থামেনি, কবীর সুমনের মতো গায়ক জীবনমুখী গানের সম্পদ বৃদ্ধি করেই চলেছেন। নবারুণ ভট্টাচার্য-র লেখা কিছু কিছু লাইন তো যুবক-যুবতীদের মুখে মুখে ফেরে। তবুও যে আজ শিল্পজগতে ব্যাপক উদ্দীপনা জাগছে না, সমাজটা গণ-সংস্কৃতির জোয়ারে আন্দোলিত হচ্ছে না, তার কারণ খোঁজা দরকার। এটা দ্বিধাগ্রস্ত রাজনীতির যুগ। তদুপরি রাজনীতি এখন অকিঞ্চিৎকর, রসালো এবং সর্বনেশে ভাবের এক উদ্ভট মিশ্রণ বলা যায়। মতাদর্শহীন এমন সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা মার্কা রাজনীতি কি কখনও উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করতে পারে? এটা 'কার্নিভাল সেন্স'-এর যুগ। আচরণ, ভঙ্গিমা, বাচন; যা কিছু অযাচিত তথা বিদঘুটে বলে ভাবা হয়, মানবপ্রকৃতির সে নিগূঢ় দিকগুলোর নিরন্তর প্রকাশ ঘটে চলেছে। বিসদৃশ চরিত্রের মানুষদের ভিড় বাড়ছে। এখন সুস্থ সংস্কৃতির কথা ভাবার অবকাশ কোথায়? এ যুগে বহুমূল্যে অর্জিত সংস্কার বিপথচালিত হওয়ারই সম্ভাবনা। প্রবল দুর্নীতি, অবিশ্বাস আর সন্দেহের বাতাবরণই যখন শক্তিশালী, বাঙালির জাতিগত সত্তাও তখন সঙ্কটাপন্ন হতে বাধ্য। এমন পরিস্থিতিতে 'ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে' ধরনের গান লিখে বা গেয়ে জনজোয়ার গড়ে তোলা যায় না।

জন্মদিন

আজকের দিন

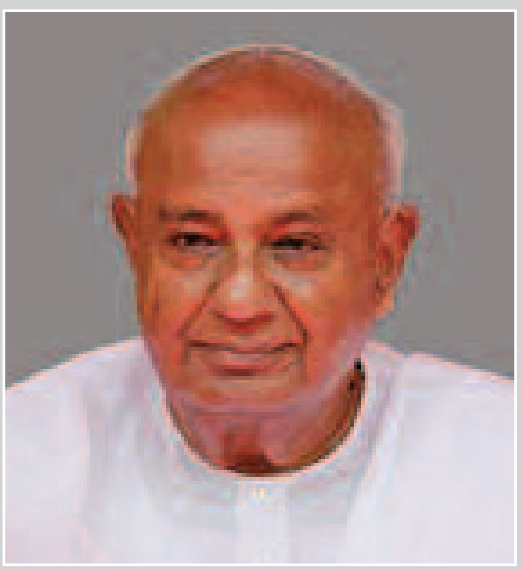

এইচ ডি দেবেগৌড়া

১৯২০ বিশিষ্ট লেখক এম ভি ভেঙ্কটরামের জন্মদিন।
১৯৩৩ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার জন্মদিন।
১৯৩৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যশবিন্দর সিং ব্রারের জন্মদিন।

চার দফার ভোটের ফলাফল বঙ্গে কোন দিকে ঝুঁকতে পারে তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ

দেবাশিস দে

দেশের চলতি লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফার শেষে এই বঙ্গে মোট ১৮ আসনের ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। এই আসনগুলোর মধ্যে কোন দলের ঝুলিতে কত আসন যেতে পারে তা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়ে গেছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সেই বিশ্লেষণে কেউ শাসক তৃণমূলকে এগিয়ে রাখছেন, ঠিক তেমনি আবার কেউবা বলছেন এখনো পর্যন্ত যে সব কেন্দ্রে ভোট হয়েছে তাতে অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ বিজেপি। কারণ হিসাবে তাদের অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করছেন। যারা শাসক তৃণমূলকে এগিয়ে রাখছেন তাদের মতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ও বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প কে সামনে রেখে মানুষ তৃণমূলকেই আবার বেছে নেওয়ার পথে অগ্রসর হয়েছেন। অন্যদিকে যারা বিজেপিকে বেশি আসন দিতে চাইছেন তারা বলছেন বুথ স্তর থেকে রাজ্যের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজনরা যেভাবে কাটমানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম ভাবে মানুষকে শোষণ ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তার প্রতিবাদে এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা শহর থেকে গ্রামের বুথস্তর পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষ তিতিবিরক্ত। সেই কারণেই এবারে বাংলার মানুষ বিকল্প হিসেবে সর্বভারতীয় স্তরে সঙ্গে এই বঙ্গেও বিজেপিকেই বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে চলেছে। বিশেষ করে রাজ্যে প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত যে ধরনের দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তাতে মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন ও আশাহত। তারই সুফল এবারের ভোট বাক্সে বিজেপি পেতে পারে বলে মনে করছেন ওই সমস্ত ওয়াকিবহাল মহল। যে সমস্ত মানুষজন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে এই নির্বাচনে এগিয়ে রাখছেন তাদের যুক্তি হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের প্রতিটা এলাকা ধরে ধরে ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। যেমন বিভিন্ন জেলায় সুপার ফেসিলিটি হসপিটাল তৈরি করেছেন। তেমনই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি আনার লক্ষ্যে রাজ্যের

যারা বিজেপিকে বেশি আসন দিতে চাইছেন তারা বলছেন বুথ স্তর থেকে রাজ্যের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজনরা যেভাবে কাটমানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম ভাবে মানুষকে শোষণ ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তার প্রতিবাদে এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা শহর থেকে গ্রামের বুথস্তর পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষ তিতিবিরক্ত। সেই কারণেই এবারে বাংলার মানুষ বিকল্প হিসেবে সর্বভারতীয় স্তরে সঙ্গে এই বঙ্গেও বিজেপিকেই বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে চলেছে। বিশেষ করে রাজ্যে প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত যে ধরনের দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তাতে মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন ও আশাহত। তারই সুফল এবারের ভোট বাক্সে বিজেপি পেতে পারে বলে মনে করছেন ওই সমস্ত ওয়াকিবহাল মহল। যে সমস্ত মানুষজন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে এই নির্বাচনে এগিয়ে রাখছেন তাদের যুক্তি হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের প্রতিটা এলাকা ধরে ধরে ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন।

বিভিন্ন প্রান্তে তিনি বেশ কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছেন যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল নারী শিক্ষায় অগ্রগতির জন্য মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। এছাড়া বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মতীর্থ নামে বিভিন্ন মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করা এটাও একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক গোষ্ঠী। তাদের মতে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক দাম যাতে তারা পেতে পারে সেই কারণে রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে কৃষক মান্ডি তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের কৃষকরা সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে এই সমস্ত প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্যে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প যথা লক্ষীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, শিক্ষাশ্রী, বার্ধক্য ভাতা সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা রাজ্যের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে পেয়ে আসছেন। সেই কারণে মানুষ এবার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসকেই তাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেবেন। এমনটাই দাবি তাদের।

অপরদিকে, যারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে এগিয়ে রাখতে চাইছেন, তাদের মূল দাবী হল, এবারের ভোটে সব থেকে বড় ইস্যু হলো দুর্নীতি। কয়লা, গরু ও নিয়োগ দুর্নীতি সহ পঞ্চায়েত স্তরের একেবারে বুথস্তর পর্যন্ত শাসক তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে দুর্নীতি করেছেন তা এক কথায় অভাবনীয়। এই দুর্নীতির ফলে গ্রামের প্রান্তিক মানুষ সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার ওপর রয়েছে স্বজন পোষণ। তাছাড়া ধর্মীয় আবেগ মিশ্রিত অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর মানুষকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে তার ফলে আর এক শ্রেণীর মানুষ ব্যাপকভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাদের মতে, প্রশাসনিক স্তরে পুলিশকে যেভাবে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন এবং ক্রুদ্ধ। এসব ছাড়াও দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়ে রাম মন্দির উদ্বোধনের ফলে সারাদেশে সনাতনী কালচারে যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে তার ফলে বিজেপি এই রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যের মতই বেশ খানিকটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বলে মনে করছেন ওই সমস্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা। এছাড়া ওই বিজেপির সমর্থক রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ মহলের মতে, কাশ্মীরে ৩৭০ নম্বর ধারা বাতিল ও নাগরিকত্ব সংশোধন আইন প্রণয়ন(সিএএ) বিজেপিকে আলাদা মাইলেজ এই নির্বাচনে বঙ্গের মানুষ এখনো পর্যন্ত ভোট হয়ে যাওয়া কেন্দ্রগুলিতে দিয়েছেন, তাছাড়া এই সমস্ত ব্যক্তিরা মনে করছেন, দেশে কোভিড পরবর্তী সময়ে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশকে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে একটি স্থির ও দৃঢ় জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন। তাদের মতে এই মুহূর্তে দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদির কোন বিকল্প নেই। সেই ডিভিডেন্ট টাও এই রাজ্যে বিজেপি পেতে চলেছে বলে তারা মনে করেন। স্বাভাবিকভাবেই সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যের চিন্তাশীল মানুষজন বিজেপির পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন বলে তারা মনে করছেন। সেই কারণেই, সুদূর উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, রায়গঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি, মালদা উত্তর কিংবা দক্ষিণ, বর্ধমান পূর্ব , বর্ধমান- দুর্গাপুর, আসানসোল, বীরভূম, বোলপুর, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, কিংবা জঙ্গিপুর সহ বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রের মানুষজন ব্যাপকভাবে বিজেপিকে সমর্থন করেছেন। তাই চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়া ১৮ কেন্দ্রের মধ্যে অধিকাংশ কেন্দ্রেই বিজেপি অতি সুবিধা জনক অবস্থায় আছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ মহল। তারা মনে করছেন, শাসক তৃণমূলের শোষণ ও ব্যাপক দুর্নীতি এবং নরেন্দ্র মোদির সুশাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে একটি বড় অংশের ভোটার এবার বিজেপির দিকে ঝুকে পড়েছে। যেহেতু এই বঙ্গে ভোটাররা দুটি ভাগে বিভক্ত তাই বাম ও তাদের জোট সঙ্গীরা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। মানুষও এই জোটকে খুব একটা সমর্থন করতে চাইছেন না।

সব মিলিয়ে একথা অবশ্যই বলা যায়, এই বঙ্গে যেভাবে মানুষ এবারের ভোটে এখনো পর্যন্ত ভোট দিতে পেরেছেন তাতে অবশ্যই একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এই মত সমস্ত রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ মহলের। এই বঙ্গে এখনো তিন দফার ভোট বাকি আছে। এই অবস্থায় রাজ্যের সর্বশেষ কি ফলাফল আসে তা দেখার জন্য আমাদের ৪ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

আপামর সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের তৎপর হওয়া ভীষণ প্রয়োজন

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি ভারতের এক রাজনৈতিক দলের রাজ্যসভার সাংসদের তাঁর রেটিনায় ছিদ্র হওয়ায় দৃষ্টিশক্তি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার ফলে দ্রুত অপারেশনের জন্য লন্ডনে গিয়ে সময়মতো ঠ্ঠত্রত্বর্ঠদ্রদ্বা-এর পর তিনি সুস্থ আছেন কিন্তু দেশে কি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি কি প্রভাবশালীদের আস্থা নেই একদমই? জনপ্রতিনিধি হিসাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন তাঁদের অন্যতম মূল কর্তব্য।

অথচ ভারতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ইতিহাস করুণ নয়। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে নবনির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু কয়েকমাস পরেই গঠন করেন জাতীয় যোজনা কমিটি এবং এর পাঁচ বছর পর ১৯৪৩ সালে কেরালার আইসিএস অফিসার যোশেফ ভোরের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'হেলথ সার্ভে এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি'। কমিটির পর্যবেক্ষণ ছিল, জাতির স্বাস্থ্য গড়তে গেলে রুগীর চিকিৎসার পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যের উপর ভিত্তি করে জনস্বাস্থ্যের কর্মসূচী গ্রহণ করা জরুরী।

এরপরে আস্তে আস্তে নয়া উদার অর্থনীতি যে বাণিজ্যিক চোখে দেখে জীবনের সমস্ত পরিসরকে, স্বাস্থ্যকেও সেই চোখেই দেখতে শুরু করে এবং চিকিৎসাব্যবস্থা ক্রেতা সুরক্ষা আইনের আওতাভুক্ত হতেই বৃহদাংশ চিকিৎসকের কাছে যা ছিল মানবসেবা, নয়া উদারবাদের অধীনস্থ হয়ে তা সংকুচিত হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে নেমে এসেছে বিক্রয়যোগ্য পরিষেবায়।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পরের বছরেই যোজনা কমিশন বিলোপের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নকে বাজারের হাতে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে এতকাল যে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা যোজনা প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল তাতে ইতি টেনে ২০১৭ সালে সরকার তৃতীয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করে। তারপরেই মার্কিনী মেডিকেয়ারের আদলে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প ঘোষিত হয় যেখানে মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষকে সরকারী

পরিষেবাতে বেসরকারী হাসপাতালের মত পরিকাঠামো দেওয়া যা নিয়ে অনেক প্রচার করা হলেও প্রকল্পে অর্থবরাদ্দ জুটতে থাকে অল্প। প্রতি বছরের বাজেটে ঐ খাতে মাত্র ১২০০ কোটি টাকার একটু বেশি বরাদ্দ হয়, যা দিয়ে দেশের সব হাসপাতালের রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহটুকুও সম্ভব হয় না।

২০২৩ সালের স্বাস্থ্য পরিষেবার নিরিখে সম্প্রতি ভারতের স্থান ১৯৪-টি দেশের মধ্যে ১১১-তম, গ্লোবাল ডিজিজ বার্ডেন স্টাডি অনুসারে ভারতের স্থান ১৫৪-তম! আরও তথ্য এক্ষেত্রে চমকপ্রদ। ভারতে এই মুহূর্তে ১৮৮৭ জনপিছু একটি মাত্র হাসপাতালের শয্যা, সারাদেশে গড়ে ১৬৮৮ জনপিছু একজন মাত্র চিকিৎসক, ৯১১ জনপিছু একজন মাত্র নার্স রয়েছেন এবং ১০৫৩ জনপিছু একজন করে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োজিত রয়েছে, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অন্ততঃ ২০০ জনপিছু একজন করে চিকিৎসক, ৩০০ জনপিছু একজন করে নার্স এবং ৪৫০ জন পিছু একজন করে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োজিত থাকবে। ২০১৯-২০ সালের সরকারী তথ্য অনুযায়ী দেশে দেড় লক্ষের কিছু বেশী উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল, যেখানে প্রয়োজন প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। এই দেড় লক্ষের এক তৃতীয়াংশ আজও ভাড়াবাড়িতে চলে। সারাদেশে মাত্র ত্রিশ হাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে, যেখানে ভোর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী থাকার কথা আরও অন্ততঃ হাজার পাঁচেক বেশী।

স্বাস্থ্যে জিডিপির ২.৫ শতাংশ ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে ১.১৬ শতাংশে আটকে রেখেছে। অথচ বিশ্বের উন্নতশীল দেশের অভিজ্ঞতা হল জিডিপি-র অন্ততঃ ৫ থেকে ৬ শতাংশ ব্যয় না করলে জনগণের ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না। ভারতের স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়ের ৫৮ শতাংশই জনগণকে পকেট থেকে খরচ করতে হয়।

অতএব রাজনীতিকরা অর্থের জোরে না হয় বিদেশে গিয়ে নিজেদের সারিয়ে তুলতে সমর্থ, জনপ্রতিনিধি হিসাবে দেশের মানুষের কথা ভেবে স্বাস্থ্য পরিসরের দিকে তাঁদের আরও নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়, তাকে দেশবাসীর আরও সহজে পৌঁছে দিতে ও স্বাস্থ্যের নতুনত্ব দিক সম্পর্কে জানতে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। যত দিন যাচ্ছে, ততই রোগের প্রকোপ বাড়ছে তাই স্বাস্থ্যের মত মৌলিক অধিকারের প্রতি জনপ্রতিনিধিদের ঢিলেমি মনোভাব কখনই সদর্থক দিককে তুলে ধরে না।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মালদায় বাজে মৃত ১১ জনের পরিবারের পাশে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় বাজ পড়ে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারগুলির পাশে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। বৃহস্পতিবার বিকেলে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনার পর মালদা মেডিক্যাল কলেজেই রাতভর কাটালেন জেলাশাসক। এমনকি শুক্রবার কাকভোর থেকেই পুনরায় মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সমবেদনা এবং সহযোগিতা করে গেলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। পাশাপাশি মৃতদেহগুলি সুষ্ঠু ভাবে দ্রুত ময়নাতদন্তের কাজ সম্পন্ন করা হয়, সে ব্যাপারেও তদারকি চালালেন জেলাশাসক। এই দুঃখ জনক ঘটনার মধ্যেও জেলাশাসকের এমন ভূমিকা দেখে মৃতদের প্রতিবেশী এবং গ্রামবাসীরা যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে মৃতদের পরিবার পিছু দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন। যদিও লোকসভার নির্বাচনের আচরণবিধি যাতে লঙ্ঘন না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই মৃত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা প্রশাসন থেকে মন্ত্রী ও আমলারা। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতার নির্দেশ মেনেই মৃত পরিবারগুলির বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানিয়েছেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। কথা বলেছেন মৃতদের পরিবারের সঙ্গে। মালদায় এরকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটায় বিভিন্ন মহল থেকে দুঃখপ্রকাশ ও সমবেদনা জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে পুরাতন মালদার সাহাপুর এলাকার যে তিনজন বাজ পড়ে মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে গিয়ে কথা বলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। মন্ত্রী বলেন, 'মালদায় বজ্রপাতে ১১ জনের মৃত্যু কোনও ভাবে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। ঘটনাটি খুবই দুঃখ জনক। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই কলকাতা থেকে তড়িঘড়ি আমি মালদা এসে সরাসরি মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি, তাঁদের সমবেদনা জানিয়েছি। যেহেতু লোকসভার নির্বাচন চলছে। তাই এখনই প্রতিশ্রুতিমূলক কোনও বার্তা দিতে চাই না। নির্বাচন বিধি মেনেই প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে, যাতে মৃতদের পরিবারগুলি সহযোগিতা পায়।' এদিন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া মৃতদের পরিবারের ঘাড়ে-মাথায় হাত রেখে সমবেদনা জানান। আশ্বাস দেন সরকারি সমস্ত পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া এই ঘটনার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিকেলে মালদায় তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই বাজ পড়ে মৃত্যু হয় ১১ জনের। মৃতদের মধ্যে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর এলাকার তিনজন রয়েছেন। পাশাপাশি ইংরেজবাজার থানার মিল্কি, রতুয়া থানার বালুপুর এলাকার দু'জন বাজ পড়ে মারা যান। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুর্শিদা এলাকায় এক দম্পতিও বাজ পড়ে মারা যান। মানিকচকের হড়ডাটোলা এলাকার তিনজন মারা গিয়েছেন এবং গাজোল থানার আদিনা এলাকা একজন বাজ পড়ে মারা গিয়েছেন। মৃতদের মধ্যে দু'জন নাবালক, দু'জন মহিলা রয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃতরা কেউ আমবাগানে ছিলেন, আবার কেউ জমিতে কাজ করছিলেন। ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই তখন এই বাজ পড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

এদিকে বাজ পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবারই রাজ্য প্রশাসন মৃতদের পরিবার পিছু দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছে। এরপরই শুক্রবার জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে মন্ত্রী এবং মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরাও মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তাঁদের সমবেদনা জানান।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের আত্মঘাতী প্রেমিকযুগল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে আত্মঘাতী প্রেমিকযুগল। প্রতিবেশী যুবকের সঙ্গে গৃহবধূর প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ। জানাজানি হতেই এলাকার প্রতিবেশীরা সাবধান করে দিলেও তাতে কর্ণপাত করেননি প্রেমিকযুগল। আর তারপরেই আত্মঘাতী প্রেমিকযুগল। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ থানার অন্তর্গত সালেপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকপাট এলাকায়। মৃত দুই প্রেমিক যুগলের নাম বিশ্বনাথ রানা (২৮) ও গৃহবধূ জয়ন্তী প্রামাণিক(৩০)। দু'জনের বাড়ি মানিকপাট গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'জনের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। কয়েকদিন আগেই জানাজানি হয় পাড়ায়। হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকার বাসিন্দারা বলে অভিযোগ। বুধবার তাঁদেরকে সাবধান করে দেন প্রতিবেশীরা। তারপরেই বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান ওই গৃহবধূ। খোঁজাখুঁজি শুরু করে ওই পরিবারের লোকজন। শুক্রবার সকালে প্রতিবেশী ওই যুবকের ঘর থেকে ওই গৃহবধূ ও যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন পরিবারের লোকজন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরামবাগ থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকজন। গৃহবধূর একটি সন্তান রয়েছে। ওই যুবকের এখনও পর্যন্ত বিয়ে হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

এই বিষয়ে গৃহবধূর স্বামী জানান, রাত্রিবেলা বাথরুম যাবে বলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন স্ত্রী। তারপর থেকে বেপাত্তা হয়ে যায়। খোঁজাখুঁজি শুরু করা হয় রাতে। সকালে উঠে দেখেন এই ঘটনা। কিন্তু তাঁর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল তিনি জানতেন না বলেই জানিয়ে দেন ওই গৃহবধূর স্বামী। অপরদিকে প্রতিবেশী যুবকের পরিবারের লোকজন জানান, জেঠুর বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। তারপরে সবার অজান্তে নিজের বাড়িতে চলে আসেন। সকালে উঠে দেখেন নিজের রুমেই ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন দু'জনে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে বাজে মৃত নবদম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাত্র তিন মাস আগে বিয়ে। শাশুড়ির আবদারে স্ত্রীকে নিয়ে জামাই গিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু আচমকা প্রাকৃতিক দুর্যোগই কাল হয়ে দাঁড়াল হরিশ্চন্দ্রপুরের নবদম্পতির। বৃহস্পতিবার বিকেলে বাজ পড়ে নবদম্পতির মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসিহাটা এলাকায়। মৃত দম্পতিকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে রাতেই পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দম্পতির নাম নয়ন রায় (২৩) এবং প্রিয়াঙ্কার রায় (২০)। মাত্র তিন মাস আগে ওঁদের বিয়ে হয়েছিল। নয়ন কৃষিকাজ করতেন। মৃত নয়নের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর এর কুর্সিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের খেজুরগাছি এলাকায় এবং প্রিয়াঙ্কার বাবার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরে তুলসিহাটা এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে মায়ের আবদারেই নতুন জামাইকে নিয়েই বাবার বাড়ি গিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। এমনকি দুপুরে মুরগির মাংসের ভুরিভোজ হয়েছিল শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষণিকের মধ্যেই ওই নব দম্পতির প্রাণ কেড়ে নিবে সেটা কে বা জানতেন।

মৃত দম্পতির আত্মীয় মনোরঞ্জন রায় বলেন, 'ওঁরা খুব ভালো ছিল। সদ্য বিয়ে করেছিল নয়ন। কৃষিকাজের পাশাপাশি আরও ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। এদিন শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলে নয়ন ও তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা। বিকেলে নয়ন শ্বশুরের পাটের জমি চাষের অবস্থা খোঁজখবর নিতে যায়। সেই সময় আচমকা ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতেই বাজ পড়ে ঘটনাস্থলেই নয়ন ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ওঁদের থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল নয়নের শাশুড়ি। তিনিও অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।' এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মৃত দম্পতির আরেক আত্মীয় শঙ্কর রায় বলেন, 'এমন দুর্ঘটনা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না । কেবল তো ওঁরা বিয়ে করে ঘর করতে শুরু করল। কত স্বপ্ন ছিল নয়ন ও প্রিয়াঙ্কার। মাঝেমধ্যেই বড় বাড়ি তৈরি করার গল্প ওরা করত। খুব পরিশ্রমী ছেলে ছিল নয়ন। কিন্তু ওদের জীবনটা শেষ হয়ে গেল। রাজ্য প্রশাসন যে দু' লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলেছে, সেটা কী ভাবে মিলবে। আর মাত্র দু' লক্ষ টাকাতেই বা কী হয়? ওদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ছিল নয়ন।' এদিকে দিন মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সব রকম ভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

পায়েলের হাতে সাহায্য বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির

অমরজিৎ সিংহ রায়

বালুরঘাট: শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও চরম আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এবছর উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করেছে পায়েল পাল। আর্থিক সমস্যার কারণে পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেই কারণে শুক্রবার পায়েলের বাড়িতে গেলেন বালুরঘাট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সম্বল ঝাঁ, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবদূত বর্মন। পায়েলের আগামী দিনে পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে কোনও রকম সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য দিয়েছেন সহযোগিতার আশ্বাস।

জানা গিয়েছে, এদিন পায়েলের হাতে পাঁচ হাজার টাকার চেক ও গল্পের বই তুলে দেন বালুরঘাট ব্লকের বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। পায়েলের বাবা ও মায়ের হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন তাঁরা। পাশাপাশি আগামী দিনে পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে পায়েলের যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়া এলাকার বাসিন্দা পায়েল বিশেষ ভাবে সক্ষম।

চলাচলের ক্ষেত্রে মা-বাবার ওপর নির্ভর করতে হয় তাঁকে। মায়ের কোলে চেপে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল সে। কোমর থেকে নীচের অংশেই মূল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে পায়েলের। প্রায় ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা নিয়েই এবছর উচ্চমাধ্যমিকে ৪৬০ নম্বর পেয়েছে পায়েল। গড়ে প্রায় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে। ভূগোল নিয়ে স্নাতকস্তরে পড়াশোনা করতে চায় পায়েল এবং ভবিষ্যতে ব্যাংকে চাকরি করতে চায় সে। তবে তাঁর বাবা-মা এই সাফল্যে খুশি হলেও উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার কী ভাবে বহন করবেন এবং কলেজে যাতায়াত নিয়েও বেশ চিন্তায় রয়েছেন।

এ বিষয়ে পায়েলের বাবা বলেন, 'সেলাইয়ের কাজের পাশাপাশি কৃষিকাজ করি। মেয়ের এই ফলাফলে আমি খুব খুশি। আগামীতে উচ্চশিক্ষায় সরকারি সাহায্য পেলে খুবই ভালো হয়।' এ বিষয়ে বালুরঘাট ব্লকের বিডিও সম্বল ঝাঁ বলেন, 'পায়েল দক্ষিণ দিনাজপুরের গর্ব। সে যে ভাবে ভালো ফল করছে, সেটা দেখে অন্য ছাত্রছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হবে। আমরা আজ আমাদের তরফে যৎসামান্য সাহায্য করলাম। এরপরেও আমরা ওর পাশে থাকব।' এ বিষয়ে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার বলেন, 'পায়েলকে দেখে আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হই। আমরা আগামী দিনে পায়েলের পাশে সর্বদাই থাকব। আমাদের সাধ্যমতো আজ আমরা ওকে সাহায্য করলাম।'

হরিপালে সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে মাকে খুনের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে অশান্তির জেরে মাকে খুনের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির হরিপালের কৈকালা এলাকায়। গ্রেপ্তার ছেলে, আটক বউমা। অভিযুক্ত ছেলের নাম মহাদেব যাদব। বউমার নাম চন্দনা যাদব। মৃত বৃদ্ধার নাম বিজুলি যাদব (৬০)।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩০ বছর আগে স্বামী পরেশ যাদব ও তাঁর তিন সন্তানকে রেখে জাঙ্গিপাড়ায় অন্য এক পুরুষের সঙ্গে সংসার শুরু করেন বিজলি যাদব। মাঝে মধ্যেই হরিপালের বাড়িতে যেতেন বিজলি। গতবছর প্রথম পক্ষের স্বামী পরেশ যাদবের মৃত্যু হয়। এরপর থেকেই সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে শুরু হয় অশান্তি। তবে গত এক সপ্তাহ আগে থেকে বড় ছেলে মহাদেব যাদবের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে অশান্তি বাড়তে শুরু করে। বৃহস্পতিবার রাতে অশান্তি চরমে পৌঁছলে ছেলে মহাদেব মায়ের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় হরিপাল থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত ছেলে মহাদেব যাদবকে গ্রেপ্তার করে বউমা চন্দনা যাদবকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত মহাদেব যাদবকে চন্দননগর মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
রেজি অফিস : ১৩/৩ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-২২২৬৮৬১৯/২২২৯৯১২৪
ই-মেল : kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট : www.alfredherbert.co.in
CIN : L74999WB1919PLC003516

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তরের বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২৪(৬) অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে যা বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধিমালা, ২০১৬ ("দি রুলস") এর সাথে সংশোধিত, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। রুলস, অন্তর্বর্তী, সমস্ত শেয়ার হস্তান্তর করার বিধান করে যার বিষয়ে শেয়ারহোল্ডাররা টানা সাত বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিলে (আইইপিএফ) লভ্যাংশ প্রদান করেনি বা দাবি করেনি। তদনুসারে, কোম্পানি সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে স্বতন্ত্র যোগাযোগ পাঠিয়েছে যাদের শেয়ারগুলি তাদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় উল্লিখিত নিয়মের অধীনে আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য। কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে www.alfredherbert.co.in-এ আইইপিএফ-তে স্থানান্তর করার জন্য এই ধরনের শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ারের বিবরণ আপলোড করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে আইইপিএফ-তে স্থানান্তর করার জন্য দায়বদ্ধ শেয়ারের বিশদ বিবরণ যাচাই করতে ওয়েবসাইটে বিনিয়োগকারী সংযুক্ত তথ্য দেখুন। এতদ্বারা এই ধরনের সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদেরকে ১৪.০৮.২০২৩ এর মধ্যে কোম্পানি/রেজিস্ট্রারের কাছে ২০১৬-১৭ সালের অদাবিকৃত লভ্যাংশ দাবি করার অনুরোধ সহ প্রয়োজনীয় নথিগুলি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে শেয়ারগুলি আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত না হয়। অনুগ্রহ করে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৩১.০৭.২০২৪ এর মধ্যে কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার কর্তৃক কোন উত্তর না পাওয়া গেলে, কোম্পানিকে বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত দাবি না করা লভ্যাংশ সহ শেয়ারগুলিকে আইইপিএফ-এ আর কোন নোটিশ ছাড়াই, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হবে। উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে গণনা করা হয়েছে যা নিম্নরূপ :

ক) ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করে এবং তারপরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে প্রকৃত আকারে শেয়ারের ক্ষেত্রে।
খ) ডিম্যাট মোডে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে - ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাহায্যে সরাসরি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তর করে।

উল্লেখ্য যে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি, এই ধরনের শেয়ারের উপর জমা হওয়া সমস্ত সুবিধা সহ, যদি থাকে, তবে নিয়মের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত দাবি করা যেতে পারে।
এই বিষয়ে যেকোন ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা. লি. ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ফোন নং ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮, ২২৪৩ ৫০২৯, ই-মেইল mdpldc@yahoo.com

আলফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড'এর পক্ষে
শোভনা শেঠি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার
এসিএস নং এ ৪৪১০৭
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭ মে, ২০২৪

সিনেরাড কমিউনিকেশনস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮০, বড়তলা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৭, পশ্চিমবঙ্গ | CIN L92100WB1986PLC218825
ওয়েবসাইট : www.cineradcommunications.com | ইমেল আইডি : cinerad@gttsolutions.in

অতিরিক্ত সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যাদির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) অনুষ্ঠিত হবে শনিবার, ৮ জুন ২০২৪ তারিখ বেলা ১১টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস ('ওএভিএম') মাধ্যমে ইজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন ২০২০, নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন ২০২১, নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২১, নং ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২ এবং নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (যৌথভাবে উল্লেখ্য 'এমসিএ সার্কুলারসমূহ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া('সেবি') উল্লেখ্য সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে ২০২০ তৎসহ পঠিত সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১, সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে ২০২২ এবং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/ডিডিএইচএস/পি/সিআইআর/২০২৩/০১৬৪ তারিখ ৬ অক্টোবর ২০২৩ ('সেবি সার্কুলারসমূহ') অনুযায়ী।
এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত।
রিমোট ই-ভোটিং : কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার বিধি ২০ এর সাথে পড়া হয়েছে (তালিকাকরণ বাধ্যবাধকতা এবং ডিসক্লোজার প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৪ সংস্থান অধীনে কোম্পানি তার সদস্যদের প্রদান করছে, দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়সমূহ সম্পাদনে ইলেকট্রনিক উপায়ে অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভায় (ইজিএম) ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা। সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") দ্বারা প্রদত্ত ভোটিং পরিষেবা দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধার জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে রয়েছে যা সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং বিধিগুলির বিধান অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হল :-

১. দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের উদ্দেশ্যে কাট-অফ তারিখ হল শনিবার, ১ জুন, ২০২৪।
২. ই-ভোটিংয়ের সময়কাল : দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে বুধবার, ৫ জুন, ২০২৪ সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে শুক্রবার, ৭ জুন, ২০২৪ বিকাল ৫টায়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে দূরবর্তী ই-ভোটিং উপরে উল্লিখিত সময় এবং তারিখের বাইরে অনুমোদিত হবে না।
৩. যে ব্যক্তিরা শেয়ার গ্রহন করেছেন এবং ইজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১ জুন, ২০২৪-এ শেয়ার ধারণ করেছেন, তারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী এবং প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদের ভোট দিতে পারেন ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী।
৪. ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.cineradcommunications.com এর পাশাপাশি সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় (www.evotingindia.com)।
৫. একজন ব্যক্তি, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে উপস্থিত থাকে, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন ইজিএমে। যাইহোক, যদি ব্যক্তিটি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকে, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬. ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা দিতে পারবেন ইজিএমে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট।
৭. যেসব সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমেও ইজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু তারা আবার ইজিএমে ভোট দিতে পারবেন না।
৮. দূরবর্তী ই-ভোটিং, ই-ভোটিং, ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইজিএমে অংশগ্রহণ এবং শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধনের পদ্ধতি ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.cineradcommunications.com, সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com পাওয়া যাচ্ছে।
৯. সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ইজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি একটি ইমেল লিখতে পারেন helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করুন ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩।
১০. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠান বা টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ কল করুন।

সিনেরাড কমিউনিকেশনস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
এব্রাহিম নিমুচাওলা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : পুনে
তারিখ : ১৬ মে, ২০২৪

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড
রেজিঃ অফিস: "বৈভব", ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
টেলি নং: ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪
ই-মেল: smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা সোমবার, ২৭ মে, ২০২৪ বেলা ১১:৩০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করা হবে।
আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com যথায় কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত, তথায় পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(পুনম ভাটিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি-কাম-কমপ্লায়ান্স অফিসার
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮.০৫.২০২৪

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
(CIN- L20103WB1980PLC032872)
রেজি. অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬;পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
দূরভাষ: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০
ফ্যাক্স: +৯১ - ৩৩-৪০৫০-৭৩৯৯
ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in
দেখুন: www.gptinfra.in

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সেকশন ৯১ -এর বিধান তৎসহ পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ১০ অনুসারে, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের উপর ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষের তৃতীয় অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে **শুক্রবার, ৩০ মে, ২০২৪** তারিখটি রেকর্ড তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
পরিচালনা পর্ষদ ১৭ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের অভিহিত মূল্যের (প্রতিটি ১০/- টাকা) উপর ১০% (শেয়ার প্রতি ১.০০ টাকা) হারে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
মোহিত আরোরা
(কোম্পানি সেক্রেটারি - A51590)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৭.০৫.২০২৪

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
(CIN : L70109WB1986PLC040864)
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
কর্পোরেট অফিস : ইউনিট নং ৩০৪-৩০৫, সাদার্ন পার্ক বিল্ডিং, সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, সাকেত, নয়া দিল্লি-১১০০১৭
ফোন ০১১-৪২৬৫৪২৬৫, ফ্যাক্স ০১১- ৪২৬৫৪২০০
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)তে ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬, যা সংশোধিত ('দি রুলস') এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা যা বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে।
কোম্পানি আইন ২০১৩ ('দি অ্যাক্ট') ধারা ১২৪(৬) সঙ্গে পঠিতব্য রুলস এর রুল ৬, যা বর্ণনা করছে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে যদি কোনও ডিভিডেন্ড কেউ দাবি না করে থাকেন, বা ভাঙিয়ে না থাকেন, ৭ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য তবে সেই অর্থ কোম্পানি আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করবে। সেইমতো, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ যাদের লভ্যাংশ অর্থ আর্থিক বর্ষ ২০১৬-১৭ এবং তৎপরবর্তী সময়ে কোম্পানি যে লভ্যাংশ প্রদান করেছিল তা যদি বকেয়া আছে/দাবি না করা হয়ে থাকে তবে সেসকল শেয়ারহোল্ডারদের সে সকল সংশ্লিষ্ট শেয়ার যার ফেস ভ্যালু প্রতিটি ২ টাকা তা নিম্নবর্ণিত আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত করা হবে।
ক. ফিজিক্যাল ফর্মে যদি শেয়ার থাকে, নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে ওই শেয়ার আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত হবে, সেইমতো, মূল (অরিজিনাল) শেয়ার সার্টিফিকেট(সমূহ) যা শেয়ারহোল্ডারের নামে রেজিস্টার্ড আছে যা বাতিল হয়ে যাবে এবং তা হস্তান্তরযোগ্য নয় হিসেবে গণ্য হবে।
খ. যদি শেয়ার ডিম্যাট ফর্মে থাকে, শেয়ারগুলি সেক্ষেত্রে সরাসরি আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে রুলস অনুযায়ী; ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস-এর সাহায্য নেওয়া হবে।
রুলসে বর্ণিতমতো শর্ত মেনে, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের, যাদের শেয়ার আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত হতে চলেছে তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ভাবে এব্যাপারে অবহিত করেছে, কোম্পানির কাছে লিপিবদ্ধ করা তাদের সর্বশেষ ঠিকানায় যাতে তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। যেসকল শেয়ারহোল্ডারদের যাদের না-ভাঙানো ডিভিডেন্ড পড়ে আছে এবং যাদের শেয়ার হস্তান্তরিত হতে চলেছে তাদের বিশদ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ashianahousing.com** - তে দেওয়া আছে।
এতদ্বারা সে সকল শেয়ারহোল্ডারদের বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে ০১ আগস্ট ২০২৪ তারিখের মধ্যে কোম্পানির/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের (আরটিএ) কাছে সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি, ফর্ম আইএসআর - ১, আইএসআর - ২ ইত্যাদি প্রযোজ্য মতে সহ ওই অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড আদায়ের জন্য আবেদনপত্র জমা করতে যাতে ওই শেয়ারগুলি আইইপিএফ খাতে জমা না পড়ে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কোম্পানি যদি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও আবেদনপত্র না পায় তবে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই, দি রুলস-এ বর্ণিতমতো রুলস মেনে কোম্পানি ওই সকল শেয়ার আইইপিএফ-এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত করা হবে। সেই সকল শেয়ারসমূহ দি রুলস মেনে যা আইইপিএফ খাতে জমা পড়বে সেক্ষেত্রে কোম্পানির কাছে আর কোনও দাবি থাকবে না। যে কোনও ব্যক্তি যাঁর শেয়ারসমূহ ও অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড আইইপিএফ খাতে হস্তান্তরিত হয়েছে, তারা শেয়ারসমূহ/ডিভিডেন্ড দাবি করতে পারেন ফর্ম আইইপিএফ ৫ মতো আবেদনপত্র জমার মাধ্যমে যার বিশদ তথ্য **www.iepf.gov.in** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ashianahousing.com** থেকে পাওয়া যাবে।
এ সম্পর্কিত এবং রুলস সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন যদি কোনও শেয়ারহোল্ডারের থাকে তবে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস -এর সাথে বিটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিঃ, ৪র্থ তল, দাদা হরসুখদাস মন্দিরের নিকট, ৯৯ মদনগীর, দিল্লি-১১০০৬২, টেলি নং- ০১১-২৯৯৬১২৮১/২৮২, ই-মেল **beetalrta@gmail.com** এই ঠিকানায় অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
স্থান : দিল্লি
তারিখ : ১৭ মে ২০২৪

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L20103WB1980PLC032872, ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in
ই-মেল- gil.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১ কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৯,৫০০.৪৯	২৬,৮১০.১৭	১০১,৮২৮.৩৮	৮০,৯১৪.৫৫
২ নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৩৫৬.০০	১,১৫০.১৯	৭,৮২৩.৫৭	৩,৭২০.১৬
৩ নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৬১৮.৮৬	১,০৪০.২৪	৫,৭৮৪.৩৯	৩,১৩৯.৬৯
৪ বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	৮৬৮.৩০	১,২০৮.০৮	৪,৩৭৫.২০	২,৯৬২.৩২
৫ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটির	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০
৬ অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত)			২৪,৪৪৭.৩৯	২১,৮৯৫.১০
৭ শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* - মৌলিক এবং মিশ্রিত	২.৭৮*	১.৭৯*	৯.৯৪	৫.৪০

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল - (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৯,৪০৯.৮১	২৬,০১২.৮৯	৯৯,৬১৪.৬৮	৭৯,০০১.৮৩
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৫৪২.৭৮	১,৫৬৭.৫৯	৮,১৯১.৯০	৪,৬৫১.৪১
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৮৭৫.০১	১,১৩৮.৩৬	৬,০৭৪.২৭	৩,৪৫৬.৭৭
(ঘ) বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,৮৫৪.৭৮	১,১৩৯.৭৪	৬,০৫৪.০৪	৩,৪৫৮.১৫

২ উপরোক্তটি ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখেব সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in-তেও পাওয়া যাবে।
৩ হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ @ ১০% অর্থাৎ ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ১.০০ টাকা অনুমোদন করেছে। ফিজিক্যাল এবং ডিম্যাট থেকে শেয়ারের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদানের জন্য রেকর্ড ডেট ৩০ মে, ২০২৪ তারিখ স্থির করা হয়েছে। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ @ ২০% অর্থাৎ ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ২.০০ টাকা প্রদান করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ সহ মোট লভ্যাংশ শেয়ার প্রতি ১০ টাকার ফেস ভ্যালুর উপর ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ৩.০০ টাকা।
৪ হোল্ডিং কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদন সাপেক্ষে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট রিজার্ভের মূলধনের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট অনুষ্ঠিত প্রতি ১ (এক) ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ১০ টাকা করে বোনাস ইস্যুর সুপারিশ করেছে।
৫ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ডি. পি. তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান
DIN: 00001341
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৭ মে, ২০২৪

রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীও লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করতে পারবেন না

ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসছে, দাবি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধনেখালি: হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে শুক্রবার দুপুরে হুগলির ধনেখালিতে নির্বাচনী প্রচারে আসলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'আজ এই সভায় আশি শতাংশ মা-বোনেরা এসেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ১০ বছরের শাসনকালে হুগলির ধনেখালিতে ও বাংলায় কোনও উন্নয়ন করেনি। এই দশ বছরে জিনিসপত্রের দাম প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন গ্যাসের দাম ছিল ৪০০ টাকা, এখন দাম হয়েছে ১১০০ টাকা। এখন তেলের দাম ১৭০ টাকা, রান্নার জিরের দাম প্রচুর বেড়েছে সেখানে পর্যন্ত ১৮ শতাংশ জিএসটি ট্যাক্স অথচ হিরাতে নেই জিএসটি।'

তাঁর দাবি, 'দীর্ঘদিন ধরে ১০০ দিনের কাজের টাকা গ্রামের মানুষ পাচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার বলা সত্ত্বেও কিছুতেই টাকা দিচ্ছে না। এবার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের কথা ভেবে নিজেদের থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিয়েছে। আবাস যোজনার টাকা অনেকদিন ধরে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বারবার বলা সত্ত্বেও দিচ্ছে না। এক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের মানুষের কথা ভেবে সেই টাকাও ডিসেম্বর মাস থেকে দিয়ে যাবেন এবার নির্বাচনের বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ক্ষমতায় আসবে মা-বোনেদের কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষীর ভান্ডারে টাকা দ্বিগুণ করে দিয়েছেন অথচ কোচবিহারের বিজেপি নেত্রী তিনি বলেছেন আগামী তিন মাস পর লক্ষীর ভান্ডারের টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। শুনে রাখুন এই লক্ষীর ভান্ডারের টাকা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি বন্ধ করতে পারবেন না।'

তাঁর দাবি, 'হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় এই পাঁচ বছরে কোন উন্নয়ন করেছেন বলে মনে হয় না। তিনি জোর দিয়ে বলুক এক পয়সার উন্নয়ন করেছেন। তিনি তার রিপোর্ট কার্ড দেখাক মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রিপোর্ট কার্ড দেখাবেন আমি সেই কার্ড নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াব কিন্তু তিনি পারবেন না বলতে, মা-বোনেরা আগামী কুড়ি তারিখ ভোট দিতে যাওয়ার সময় এগুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন কী ভাবে ওষুধের দাম বাড়িয়েছে কৃষি আন্দোলনে ৭০০ কৃষক আত্মহত্যা করেছে কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকা দিয়েছেন সারের দাম ও কেন্দ্রীয় সরকার বাড়িয়েছে। রেশনের চাল গম যেটা দেওয়া হচ্ছে, সেটা রাজ্য সরকার টাকা পাঠাচ্ছে তবেই পাওয়া যাচ্ছে। ইন্ডিয়া জোট সরকারে আসলে আমরা বছরে দশটা গ্যাস বিনা পয়সায় দেব। বিগত পাঁচ বছরে প্রধানমন্ত্রীকে বাংলায় আসতে দেখা যায়নি এখন তিনি বারবার আসছেন কী আর করবে তার গ্যারান্টি এখন শেষ। উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলার অবনতি বছরে কয়েক হাজার কেস রাজ্যের বিজেপির মধ্যে দ্বন্দ্ব।'

সন্দেশখালিতে মহিলাদের রাত পাহারা শঙ্খ ঝাঁজ নিয়ে

সিবিআই শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য শঙ্খ ও ঝাঁজ বাজিয়ে সতর্কীকরণের পুরনো রীতি নিল সন্দেশখালির মহিলারা। নিজেদের ও গ্রামের পুরুষদের পুলিশ ও তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচাতে এই পদ্ধতি অবলম্বনে পালা করে রাত পাহারা শুরু করলেন গ্রামের মহিলারা। বাংলার তৃণমূলের শাসনকালের এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য।

অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা গ্রামে ঢুকে সাধারণ মানুষদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। পুলিশও গ্রামের ভিতর তল্লাশি চালানোর নাম করে সাধারণ মানুষদের ওপর অত্যাচার ও হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ ও তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের গ্রামের ভিতর রাতের অন্ধকারে ঢুকলে যাতে অন্যদের সচেতন করা যায় তার জন্য সন্দেশখালি বেড়মজুর এলাকায় পালা করে রাত জাগছেন গ্রামের মহিলারা। গত তিনদিনের পাশাপাশি বৃহস্পতিবারও তাঁরা হাতে শঙ্খ ও ঝাঁজ নিয়ে রাত জেগেছেন। গ্রামের ভিতরে যদি তৃণমূলের কোনও দুষ্কৃতী ও পুলিশ প্রবেশ করে তা হলে মহিলারা সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ আর ঝাঁজ বাজাবেন। যার ফলে সেই শব্দ শুনে এলাকার মানুষ সজাগ হয়ে যাবে। ফলে তাঁরা একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়তে পারবেন।

অভিযোগ ছিল, তৃণমূল ও পুলিশ একত্রিত হয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অত্যাচার ও হুমকি দিচ্ছে। এক্ষেত্রে রাতের অন্ধকারে গ্রামে অপরিচিত, পুলিশ, তৃণমূলের গুন্ডা, কেউ ঢুকলেই শঙ্খ ও ঝাঁজ বাজিতে সকলকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিরোধ গড়ার এই পন্থা ঘিরেই নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে সন্দেশখালিতে।

সন্দেশখালি দুই নম্বর ব্লকের বেড়মজুরের হালদারপাড়া এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন এলাকার মহিলারা। অভিযোগ, দিনের পর দিন পুলিশ সাধারণ মানুষদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষদের বিরুদ্ধে নানান ধরনের জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে জেলে ভরছে। অথচ যে সমস্ত তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা দিনের পর দিন এলাকায় অত্যাচার চালাচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করছে না। এই সমস্ত দাবিতে পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। এছাড়াও খাল সংস্কার, পানীয় জল, সাঁকো সংস্কারের দাবিতেও জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ শুরু করেন মহিলারা।

এর পাশাপাশি সন্দেশখালির ধামাখালিতে অস্থায়ী শিবির খুললেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। সন্দেশখালির বিভিন্ন জায়গায় জমি সংক্রান্ত বিষয় সহ বিভিন্ন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁরা তদন্ত শুরু করেছেন। তদন্তকে আরও ভালো করে ত্বরান্বিত করতে ও এলাকার মানুষদের সুবিধার্থে সন্দেশখালির ধামাখালিতে একটি ব্যাংকের ঘরে এই শিবির খুলেছেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। শিবিরের পাশাপাশি সিবিআইয়ের আধিকারিকরা এখানে বিশ্রাম নেবেন সারাদিন তদন্তের পর। এমনটা জানা গিয়েছে সিবিআই সূত্র।

এদিনই জমি দখলের অভিযোগের তদন্ত করতে বেড়মজুর এলাক আসে সিবিআইয়ের চার সদস্যের একটি দল। সন্দেশখালির বেড়মজুর এলাকার শম্ভুনাথ দাস নামে এক ব্যক্তির দোকান ছিল কাঠপোল বাজারে। অভিযোগ, সেই বাজারের দোকান ও জমি দখল করে নিয়েছিল শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ সিরাজউদ্দিন। গত কয়েকদিন আগে সিবিআইয়ের পোর্টালে সেই জমি দখলের অভিযোগ জানিয়েছিলেন শম্ভুনাথ দাস। সেই অভিযোগের তদন্ত করতে এই এলাকায় আসেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা।

মিতালি বাগের প্রার্থীপদের যোগ্যতায় কটাক্ষ বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগের সাংসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিরোধীরা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের সামান্য সদস্য পদের প্রার্থী হতে পারেন কিন্তু সাংসদ পদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা নেই বলে কটাক্ষ বিজেপি থেকে শুরু করে অন্যান্য বিরোধী দলের। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আরামবাগ লোকসভায় তৃণমূলের প্রার্থী মিতালি বাগ। তিনি ভোটপ্রচারে নেমে নানা চমক দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেগুলিকে সাধারণ মানুষ কতটা মেনে নিয়েছে ,তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাছাড়া একজন সাংসদ পদপ্রার্থীর যে যোগ্যতা ও প্রচার কৌশল থাকা উচিত তার ছিঁটেফোঁটা নেই বলে অভিযোগ। সাধারণ একটা ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার কৌশল ও জনসংযোগ নীতি নিয়েছেন মিতালি। তাঁর ভোটপ্রচারে ধান কাটা থেকে শুরু করে ঘাস কাটা, আলু কুড়ানো, বেগুনি ও চপ ভাজা, মুড়ি ভাজা সহ ভোটপ্রচারে বিভিন্ন কৌশল দেখা গিয়েছে। এই কাজে উনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, যা লোকসভা ভোটের পর পার্লামেন্টে কোনও কাজে লাগবে না। লোকসভা নির্বাচন দেশের নীতি নির্ধারণ তথা দেশ কী ভাবে পরিচালিত হবে এবং দেশের মঙ্গলের জন্য কী আইন তৈরি হবে অথবা বৈদেশিক নীতি সহ ভারতের রাষ্ট্রনীতি কী হবে সেই বিষয়ে পার্লামেন্টে আলোচিত হয়। এই বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগের কতটা পারদর্শিতা আছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা।

এই বিষয়ে আরামবাগ লোকসভার খানাকুলের আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, 'সাংসদ পদে লড়াই করার মতো প্রার্থী উনি নন। গ্রাম সংসদের নির্বাচনে পঞ্চায়েত স্তরে উনি লড়াই করতে পারেন। তাও বিজেপির কাছে হেরে যাবেন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী একজন শিক্ষিত ও মার্জিত শিক্ষক। তিনি পার্লামেন্টের নিয়মকানুন ও সাধারণ মানুষের কথা কী ভাবে তুলে ধরতে হয় তা ভালো ভাবেই জানেন। তাই বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগার গ্রামের প্রান্তিক এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি উন্নয়নের বার্তা নিয়ে। এবারে দেশ গঠনে বিজেপি প্রার্থীকেই জয় যুক্ত করবে আরামবাগের মানুষ।'

অপরদিকে আরামবাগের সিপিএম নেতৃত্ব জানায়, তৃণমূলের বিরুদ্ধে যত কম বলা যায় ততই ভালো। দেশ গঠনের ভোটে আরামবাগ লোকসভার মানুষ সিপিএমের প্রার্থী বিপ্লব মৈত্রকে আশীর্বাদ করবে। বিপ্লব মৈত্র পার্লামেন্টে গেলে আরামবাগের মানুষের কথা তুলে ধরবেন। তবে আরামবাগের তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী বলেন, 'চা-ওয়ালা যদি প্রধানমন্ত্রী হতে পারে ,তা হলে মিতালি কেন হতে পারবেন না। মিতালি বাগ রাঁধতেও পারেন আবার চুলও বাঁধতে পারেন। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের সব কয়টি স্তরে লড়াই করে জিতেছেন। তাই এবার লোকসভাতেও জিতবেন।' কিন্তু স্বপনবাবু এই সব যুক্তি দেখালেও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সবমিলিয়ে এবারের লোকসভা ভোটে আরামবাগে ত্রিমুখী লড়াইয়ে প্রার্থীদের কর্মদক্ষতা ও রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে তাদের পারদর্শিতার যাচাই হবে।

সোনামুখীতে বিজেপিতে যোগ তৃণমূল কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আবারও সোনামুখীতে বিজেপিতে যোগদান, এবার প্রায় শতাধিক কর্মী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন। সোনামুখীর পিয়ারবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়, ভোটের আগে নিজের দলের কর্মীদের যোগদান করিয়ে মিথ্যা নাটক করছে বিজেপি, কটাক্ষ তৃণমূলের।

আর মাত্র ৭ দিন পর বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। ভোটের দিনক্ষণ যতই কাছে আসছে, ততই রাজনৈতিক পারদ চড়ছে। প্রচার পালটা প্রচার, যোগদান পালটা যোগদানে সরগরম বিষ্ণুপুর লোকসভা। বিজেপি সূত্রে খবর, সোনামুখী ব্লকের পিয়ারবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিমলা গ্রামের প্রায় ৩০টি পরিবার থেকে ১২০ জন তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগদান করলেন শুক্রবার। বিজেপির দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি সন্দেশখালির ঘটনা দেখে বিজেপির উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতেই এই যোগদান।

অন্যদিকে এই যোগদানকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ভোটের অন্তিমপ্রহরে বিজেপির সব চেষ্টা বৃথা। মানুষ বিজেপির কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ভোটের অন্তিম সময়ে এই ধরনের নাটক করে বাজিমাত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। তৃণমূলের কোনও কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেননি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি মুখ থুবড়ে পড়বে। বিজেপি নিজের দলের মানুষকে যোগদান করিয়ে নাটক করছে।

৮৫ বছরের উর্ধ্বে ও বিশেষ ভাবে সক্ষমদের বাড়িতেই ভোটের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আগামী ২৫ মে বাঁকুড়ার দুই কেন্দ্রে ভোট। তার আগে ৮৫ বছরের উর্ধ্বে প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বাড়িতে বসেই ভোটদানের ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার থেকেই কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ২০ মে, সোমবার পর্যন্ত। বাড়িতে বসেই ভোটদানের ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার থেকেই কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ২০ মে, সোমবার পর্যন্ত।

এদিন সকালে বিষ্ণুপুর লোকসভা এলাকার বাঁকুড়া-২ ব্লকের বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আগে থেকে ১২-ডি ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়া ৮৫ বছরের উর্ধ্বে প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোটকর্মীরা। সেখানেই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ভোটাররা। নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ভোটার থেকে তাঁদের পরিবারের লোকজনেরা। সুষ্ঠু ও শান্তিশৃঙ্খলার মধ্যে ভোটদান চলছে বলেই তাঁরা জানিয়েছেন।

দেওয়াল চাপায় মৃত্যু দুই শ্রমিকের, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কারখানার পাঁচিল ভেঙে চাপা পড়ে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। আহত আরও দু'জন শ্রমিক। শুক্রবার এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় কাঁকসার বামুনারা শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি কারখানায়। মৃত শ্রমিকের নাম চন্দন মাল ও রাম টুডু, দু'জনেই কাঁকসার গোপালপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, বামুনারা শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানায় সাব স্টেশন তৈরির জন্য পাঁচিল তৈরি করা হয়েছিল বহুদিন আগে। তারই পাশে নিকাশি নালা তৈরির কাজ করছিলেন ৪ শ্রমিক। দুপুরে কাজের মাঝে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য পাঁচিলের ধারেই বসেছিলেন চারজন কারখানার শ্রমিক। গরম থেকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য পাঁচিলের ছাওয়ায় চার শ্রমিক বসে থাকার সময় হঠাৎ করে পাঁচিল ভেঙে পড়ে যায় তাঁদের ওপর। পাঁচিল ভেঙে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই শ্রমিকের। আহত দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে কারখানার বাইরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকরা। পরে কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়।

স্ক্রুটিনিতে নম্বর বাড়ায় মেধাতালিকায় রঘুনাথপুরের দেবার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: স্ক্রুটিনিতে নম্বর বাড়ায় উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় দশম স্থানে জায়গা পেল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের মধুতটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্র দেবার্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। রিভিউ স্ক্রুটিনির ফল বেরতেই মেধাতালিকায় নতুন করে ঢুকেছে আরও ১২জন। আর সেই তালিকাতেই যুক্ত হয়েছে দেবার্ঘ্য। মাত্র ১ নম্বরের জন্য উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় স্থান না পেয়ে আক্ষেপ ছিল তার। তাই সে করেছিল স্ক্রুটিনি। শুক্রবার দুপুরে সেই খবর আসতেই রঘুনাথপুর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের তার বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান রঘুনাথপুর বিধানসভার বিধায়ক বিবেকানন্দ বাউরি, রঘুনাথপুর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রণব দেওঘরিয়া সহ অন্যান্যরা।

আত্মঘাতী সপ্তম শ্রেণির ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পরিবারের অজান্তে মানসিক অবসাদে গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক নাবালক স্কুল পড়ুয়া। মৃত ওই স্কুল পড়ুয়ার নাম অভিজিৎ গোপ (১৩)। সে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। বাড়ি রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত খড়কাবাঁধ গ্রামে। জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে ছাত্রটি পরিবারের অজান্তে তার নিজের বাড়িতেই গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে নেয়। ঘটনাটি পরিবারের আত্মীয়দের নজরে আসতেই ফাঁস কেটে তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার সকালে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে তার দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। এদিন বিকেলে ময়নাতদন্তের পর দেহ গ্রামে ফিরতেই গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

উলুবেড়িয়ায় সভায় নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহের মিমিক্রি ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: 'জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি জয়'। কথাগুলি শোনা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের গলায়। শুক্রবার হাওড়ার শ্যামপুরের নাকোলে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম নাটকীয় ভঙ্গিতে বক্তব্য রাখেন। এদিন মন্তব্যের বিভিন্ন অংশে তিনি নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহের মিমিক্রি করেন। এদিন তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়ে একাধিকবার জয় শ্রীরাম যেমন বলেন তেমনই আবার ভারত মাতা কি জয় বলেন। এদিন ফিরহাদ হাকিমের গলায় যেমন শোনা গিয়েছে 'যা দেবী সর্বভূতেষু, তেমনই আবার হিজাব পরা মহিলাদের লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। যা এদিনের নির্বাচনী প্রচারে অন্য মাত্রা যোগ করে। নির্বাচনী প্রচারে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদীবাসী জানা, হাওড়া জেলা পরিষদের অন্যতম কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলি মোল্লা, তৃণমূল নেতা দীপক দাস প্রমুখ।

শীতলকুচিতে গুলিবিদ্ধ তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: দলের কাজ সেরে ফেরার সময় কোচবিহারের শীতলকুচিতে গভীর রাতে দুষ্কৃতী হামলায় গুলিবিদ্ধ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান। কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের পঞ্চায়েত প্রধান অনিমেষ রায়। বৃহস্পতিবার রাতে সাংগাঠনিক মিটিং সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তখনই দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ। তাঁর হাঁটুর উপরে গুলি লেগেছে। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার সকালে গুলিবিদ্ধ প্রধানকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ। তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জানান, অনিমেষবাবুর শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল। সংকট কেটে গিয়েছে। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে বিরোধীদের হাত থাকতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।

মমতা-অভিষেককে খুনের হুমকি পোস্টারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গাড়ি চাপা দিয়ে খুনের হুমকি পোস্টারে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলাজুড়ে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে উলুবেড়িয়া থানা এলাকার মনসাতলায় জাতীয় সড়কের লিঙ্ক রোডে ইটের স্তূপের ওপর সাদা কাপড়ে সবুজ কালিতে লেখা এই হুমকি পোস্টার দেখতে পান এলাকার মানুষ। এই পোস্টারে লেখা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেককে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা হবে। শুধু তাই নয়, একটি গোপন চিঠিও রয়েছে বলে জানানো হয়েছে এই হুমকি পোস্টারে। বলাই বাহুল্য, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। হুমকি পোস্টার উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার একটি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন তুলে ধরতে গিয়ে কয়েকটি ধর্ম নিয়ে একটি মন্তব্য করেন। আর তারপরেই এই ধরনের পোস্টার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল।

জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটে ১২তম স্থানে নির্মাণ শ্রমিকের ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটে সফল হয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন নির্মাণ শ্রমিকের (রাজমিস্ত্রি) ছেলে রাহুল শেখ। খবর ছড়াতেই এলাকায় তোলপাড় হতে শুরু করেছে। সকাল থেকে এলাকার গর্ব সোনার ছেলের বাড়িতে ভিড় জমতে শুরু করেছে।

জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটে উত্তীর্ণ হয়ে চমক দিলেন জঙ্গিপুরের মঙ্গলজোন এলাকার রাহুল শেখ। বাবা রাজমিস্ত্রি। মা গৃহবধূ। সময়ে বিড়ি বাঁধেন। পরিবারের দুরাবস্থা কাটিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যাওয়ায় আনন্দের জোয়ার জঙ্গিপুরে। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। তালিকায় ১২তম স্থানে নাম রয়েছে রাহুল শেখের। নিতান্তই দরিদ্র্য পরিবার থেকে উঠে এসে আহিরণের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন নিয়ে পড়াশোনা করে রাহুল শেখের এই অসামান্য সাফল্যে গর্বিত মুর্শিদাবাদবাসী।

জঙ্গিপুর মহকুমার বারালা রাম দাস সেন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন রাহুল শেখ। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুর্শিদাবাদ শাখায় আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন। ২০১৮ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএএলএলবি পাশ করেন। এলএলএমের জন্য ভর্তি হয় পঞ্জাব সেন্ট্রাল ইউনিভারসিটিতে। সেখান থেকেই আইনে পিএইচডি করেন। রাহুল শেখ বলেন, 'আমার বরাবর বিচার বিভাগের দিকেই লক্ষ্য ছিল। সেইমতো এগিয়ে গিয়েছি। সফল হয়েছি।'

পরিবার সূত্রে খবর, চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে মা বাবার দ্বিতীয় সন্তান রাহুল শেখ। একসময় টাকার অভাবে লেখাপড়া আটকে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। সেই সময় মা বিড়ি বেঁধে ছেলের লেখাপড়ায় আর্থিক খরচ জুগিয়েছেন। বড় দাদা সাহিবুল শেখ রেল পুলিশে চাকরি পাওয়ার পরই সংসারের অনটন কাটে। রাহুল শেখের পড়ার খরচ বড় দাদা চাকরি পাওয়ার পর থেকে চালিয়েছেন। দ্বাদশ শ্রেণি পাশের পর বোনের বিয়ে হয়েছে। এক ভাই স্নাতকের ছাত্র। ছোট ভাই দশম শ্রেণির ছাত্র। ভাইয়ের সাফল্যে গর্বিত দাদা সাহিবুল শেখ। সাহিবুল শেখ বলেন, 'ভাই বরাবর লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবি। নিজের ইচ্ছায় লক্ষ্য স্থির করেছে। একসময় অভাবে আমাদের সংসারে দু'বেলা হাড়ি চড়ত না। আজ সুদিন এসেছে।'

যুবকের দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শুক্রবার কুলটি থানার শাকতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ১১ নম্বর ক্যাম্প ময়লাগাদা এলাকার একটি পুকুর থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে নেহাল কুমার ঘাসী (২৩) নামে যুবকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত যুবক ওই এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায়। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবারের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে নেহালকে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক pnb punjab national bank

দাবি নোটিশ

সার্কেল Sastra সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

[২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩(১) সংস্থান অধীনে জারিকৃত]

এই নোটিশটি **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ('জামিনদত্ত ঋণদাতা')** এর সাথে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের দ্বারা সম্পাদিত নথির ভিত্তিতে প্রদত্ত ক্রেডিট সুবিধার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জারি করা হচ্ছে।

এতদ্বারা সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা মূল অর্থ পরিশোধে এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ/ক্রেডিট সুবিধার সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সারফেসি আইন, ২০০২ এর ১৩(২) অধীনে নোটিশ জারি করা হয়েছে। যাইহোক, সেগুলি পরিসেবা ছাড়াই ফিরে এসেছে এবং এইভাবে তাদের এই বিষয়ে পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ) নাম এবং ঠিকানা খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএ তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দাবি নোটিশের তারিখ
১.	ক) ১. **মেসার্স কর ব্রাদার্স ইলেক্ট্রিক** **স্বত্বা : সুজয় কর** পি/৬ গরফা ইস্ট এন্ড রো, কলকাতা - ৭০০০৭৮, **আরও :** ১৭ গরফা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **২. সুজয় কর** **স্বত্বা : মেসার্স কর ব্রাদার্স ইলেক্ট্রিক** ৫৫, শনিপল্লি, কসবা, কলকাতা - ৭০০১০৭ **আরও :** ২০/৩ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **৩. শ্রী সৌরভ কর** **(ভূপাল কান্তি করের আইনি উত্তরাধিকারী)** **(বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** পি/৬ গরফা ইস্ট এন্ড রো, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **৪. শ্রী সুজয় কর** **(ভূপাল কান্তি করের আইনি উত্তরাধিকারী)** **(বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** পি/৬ গরফা ইস্ট এন্ড রো, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **খ) কসবা রাসবিহারি কানেক্টর (পিএনবি) শাখা**	**প্রাথমিক :** সমুদয় চলতি সম্পদের মজুত সহ কাঁচা মাল, পণ্য, প্রচ্ছন্ন ঋণগ্রহীতা এবং অন্যান্য চালু সম্পদ সংস্থার উভয়ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অবস্থিত কাজের স্থানে, পি/৬, গরফা ইস্ট এন্ড রো, কলকাতা : ৭০০০৭৮। **সমপরিমাণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৪ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন, দাগ নং ৮৩৭, খতিয়ান নং ২৫৭, জেএল নং ১৯, মৌজা : গরফাগ্রাম, থানা : যাদবপুর, প্রেমিসেস নং ১৭, গরফা মেন রোড, কলকাতা : ৭০০০৭৮,কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৬, এডিএসআর এবং ডিএসআরও -আলিপুর এবং জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **উক্ত সম্পত্তি প্রয়াত শ্রী ভূপাল কান্তি কর এর নামে। উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি দাগ নং ৬৫৪, পূর্বে : দাগ নং ৬৫০, পশ্চিমে : দাগ নং ৬৫০, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	ক) ০১.০৪.২০১৯ **খ) ১৩,০৩,৬০৭.৪৯ টাকা** (তেরো লাখ তিন হাজার ছশো সাত টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) টাকা **৩১.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত গ) ১৬.০৪.২০২৪
২.	ক) ১. **মেসার্স কর ব্রাদার্স ইলেক্ট্রিক** **স্বত্বা : সুজয় কর** পি/৬ গরফা ইস্ট এন্ড রো, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **আরও :** ১৭ গরফা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **২. সুজয় কর** **স্বত্বা : মেসার্স কর ব্রাদার্স ইলেক্ট্রিক** ৫৫, শনিপল্লি, কসবা, কলকাতা - ৭০০১০৭ **আরও :** ২০/৩ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **খ) গরফা (পিএনবি) শাখা**	**প্রাথমিক :** সমুদয় চালু সম্পদের মজুত সহ কাঁচামাল, পণ্য, প্রচ্ছন্ন ঋণগ্রহীতা এবং অন্যান্য চালু সম্পদ সংস্থার উভয়ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অবস্থিত কাজের স্থানে, পি/৬, গরফা ইস্ট এন্ড রো, কলকাতা : ৭০০০৭৮।	ক) ০১.০৪.২০১৯ **খ) ৩১,১৬,৩৯০.২৫ টাকা** (একত্রিশ লাখ যোলো হাজার তিনশ নব্বই টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা **৩১.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত গ) ১৬.০৪.২০২৪
৩.	ক) ১. **শ্রী সুভান ঘোষ** ১/এ, রাম শেঠ রোড, বিডন স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০০৬ **২. শ্রী সুদেষ্ণা ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ১/এ, রাম শেঠ রোড, বিডন স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০০৬ **৩. শ্রী কমল ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ১/এ, রাম শেঠ রোড, বিডন স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০০৬ **খ) ল্যানসডাউন শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২ই,পরিমাণ আনুমানিক ১৭১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থতলে, ব্লক যশমিন এবং ঢাকা পার্কিং গ্যারাজ বেসমেন্টে এবং অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনমোদিত প্রকল্প আইডিয়াল গ্রিনস, প্রেমিসেস নং ৫৯১এ, মোতিলাল গুপ্ত রোড স মৌজা : সৈয়দপুর, জেএল নং ১২, আরএস নং ৩৪, তৌজি নং ৮, ওয়ার্ড নং ১২২, কলকাতা পৌর সংস্থ অধীন, থানা : হরিদেবপুর,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০০৮, **সম্পত্তি শ্রীমতি সুদেষ্ণা ঘোষ এবং শ্রী কমল ঘোষের নামে।**	ক) ৩০.০৫.২০২২ **খ) ১৫,৪৩,৭০৪.০০ টাকা** (পনের লাখ তেতাল্লিশ হাজার সাতশ চার টাকা) টাকা **৩১.০৪.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত গ) ১৮.০৪.২০২৪
৪.	ক) ১. **তনুশ্রী গুপ্তা** ৮৩/২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, ওয়ার্ড নং - ১৩০, বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৩৪ **২. জীতেন্দ্র গুপ্তা** ৫২, রাজা রাম মোহন রায় রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৮২ **৩. তনুশ্রী গুপ্তা এবং জীতেন্দ্র গুপ্তা** ১৯৭/৪, মতিলাল গুপ্তা রোড, কলকাতা - ৭০০০৮২ **খ) রায় বাহাদুর রোড (০৯৯০২০) শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট চতুর্থতলে, দক্ষিণ অংশে পরিমাণ আনুমানিক ১১৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট,১ ডাইনিং এবং ড্রইং রুম, ৩ প্রোজেক্টেড ব্যালকনি এবং ১ কার পার্কিং স্পেস একতলায় মাঝ অংশে এরিয়া ১২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগঅংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৫ ছটাক অবস্থিত দাগ নং ১৩৮,খতিয়ান নং ৩১১, জেএল নং ১২, তৌজি নং ৮, মৌজা : সৈয়দপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, বরো নং ১৩,চিহ্নিত প্রেমিসেস নং ১৯৭/৪মোতিলাল গুপ্ত রোড, কলকাতা : ৭০০০৮২, থানা : হরিদেবপুর,। **সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত জীতেন্দ্র গুপ্তা** পিতা প্রয়াত মহাদেব গুপ্তা এবং **তনুশ্রী গুপ্তা**, স্বামী জীতেন্দ্র গুপ্ত এর নামে উল্লেখ্য ফ্ল্যাট দলিল নং ১-০৫১০৩/২০১২ এবং কার পার্কিং স্পেস, দলিল নং ১-০৫১০৩/২০১৫ তারিখ ১১.০৫.২০১২।	ক) ০২.০৫.২০১৬ **খ) ৩০,৪৪,৮৩২.০০ টাকা** (তিরিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার আটশ বত্রিশ টাকা) টাকা **২৯.০২.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত গ) ১৯.০৩.২০২৪
৫	ক) ১. **মেসার্স ইউনিয়ন প্রোডাক্টস** **স্বত্বা : শ্রী সঞ্জয় কুমার মুখার্জি** ১৩এ, হরিশ নিয়োগী রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৭ **আরও :** ৭৯/১৭, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৪ **২. শ্রী সঞ্জয় কুমার মুখার্জি** **স্বত্বা : মেসার্স ইউনিয়ন প্রোডাক্ট** ১৩এ, হরিশ নিয়োগী রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৭ **৩. শ্রীমতি পম্পা মুখার্জি** **জামিনদাতা মেসার্স ইউনিয়ন প্রোডাক্টস** ৭৯/১৭, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৪ **৪. শ্রী প্রশান্ত ব্যানার্জি** **জামিনদাতা মেসার্স ইউনিয়ন প্রোডাক্টস** ৭৯/৪/৩সি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৫ **৫. শ্রী সঞ্জয় কুমার মুখার্জি (বন্ধকদাতা)** **স্বত্বা : মেসার্স ইউনিয়ন প্রোডাক্ট** ১৩এ, হরিশ নিয়োগী রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৭ **খ) ল্যানসডাউন (পিএনবি) শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইটের দেওয়াল এবং সি আই ছাদ সহ নির্মাণ জমি তদস্থিত যাবতীয় নির্মাণ এরিয়া ৬ কাঠা ১২ ছটাক ৮ বর্গফুট কমবেশি বিভাজিত এবং চিহ্নিত পূর্ব অংশ উত্তর পশ্চিম অংশ প্রেমিসেস নং ১৩এ, হরিশ নিয়োগী রোড, হোল্ডিং নং ৫৩এ, ৫৩বি, ৫৪, ৫৪এ, এবং ৫৬ সাব ডিভিশন ১০, ডিভিশন ২, পঞ্চান্ন গ্রাম, পো : উল্টাডাঙ্গা, থানা : মানিকতলা, সাব রেজিস্ট্রি শিয়ালদহ, কেএমসি অধীন, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে :প্রেমিসেস অংশত ৫/২ এবং অংশত ৬ এবং ৬/১ মুরারীপুকুর লেন,দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : অংশত প্রেমিসেস নং ৬/১ এবং মুরারীপুকুর লেন, পশ্চিমে : লট এ এবং অন্যান্য সম্পত্তি। **সম্পত্তি শ্রী সঞ্জয় কুমার মুখার্জির নামে।**	ক) ৩১.০৩.২০০৬ **খ) ৮৬,৯৯,৬৫৯.০৭ টাকা** (ছিয়াশি লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো উনষাট টাকা এবং সাত পয়সা) টাকা **৩০.০৪.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত গ) ০৩.০৫.২০২৪

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের ২০০২ সালের সারফেসি আইন অনুসারে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপ টু ডেট সুদের সাথে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে আরও জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীনে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় (ব্যবসার সাধারণ কোর্স ব্যতীত) উপরে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত স্থানান্তর করতে পারবে না। তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে এই বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা/নিয়ন্ত্রণের যে কোন লঙ্ঘন, উল্লিখিত আইনের অধীনে দেওয়া একটি অপরাধ। যদি কোন কারণে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি ব্যবসার সাধারণ কোর্সে বিক্রি বা লিজ আউট করা হয়, বিক্রয়ের আয় বা আদায়কৃত আয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা / প্রেরণ করা হবে। তারা এই ধরনের আদায়/আয়ের সঠিক হিসাব দিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

তারিখ : ১৮.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

আবগারি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত আপ, সুপ্রিম কোর্টে চার্জশিট ইডির

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: দিল্লির আবগারি দুর্নীতি সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলা। 'অভিযুক্ত' হিসাবে 'আম আদমি পার্টি' (আপ)-র নাম চার্জশিটে রাখা হবে। শুক্রবার তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তরফে সুপ্রিম কোর্টকে এ কথা জানানো হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আপই হবে দেশের প্রথম স্বীকৃত রাজনৈতিক দল, দুর্নীতির মামলায় যাকে 'অভিযুক্ত' হিসেবে দেখানো হবে।

আবগারি দুর্নীতির মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া-সহ আপের শীর্ষ নেতৃত্বের অনেককেই জড়িয়েছে ইডি। এ বার আবগারি দুর্নীতির টাকা দলের কাজে খরচ করার অভিযোগ এনে সেই বৃত্তে আপকেও নিয়ে আসছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। শুক্রবার শীর্ষ আদালতে কেজরির গ্রেপ্তারি সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে ইডির আইনজীবী, অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু জানান, বিশেষ আদালতে বিচারাধীন আবগারি দুর্নীতির মামলায় 'অভিযুক্ত' হিসাবে কেজরির তৈরি দলের নামও উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'ওই মামলায় একটি অতিরিক্ত চার্জশিট জুড়ে দিয়ে আপকে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত করা হবে।'

ভোটের প্রচারের জন্য সুপ্রিম কোর্ট কেজরিওয়ালকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার পর ইডির তরফে এমন পদক্ষেপ করার কথা জানানো হল। প্রসঙ্গত, এর আগে দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলার শুনানিতে আপকে একটা 'কোম্পানি'র সঙ্গে তুলনা করেছিল ইডি। শুধু তা-ই নয়, কেজরিওয়ালকে সেই 'কোম্পানি'র ডিরেক্টর বলেও উল্লেখ করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। তাদের যুক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইডি বেআইনিভাবে অর্থ লেনদেন বা পিএলএমএ আইনের ৭০ নম্বর ধারার কথা উল্লেখ করেছিল।

হেমন্ত সোরেনের জামিন নিয়ে ইডির মত চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তকে নিয়ে গঠিত শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ২০ মে-র মধ্যে এ বিষয়ে মতামত জানাতে হবে ইডিকে। ২১ মে মামলায় শুনানি হবে।ঝাড়খণ্ডের জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) নেতা হেমন্ত লোকসভা ভোটে প্রচারের জন্য অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টে। গত ১৩ মে 'বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন' (পিএমএলএ) সংক্রান্ত রাঁচির বিশেষ আদালত হেমন্তের জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল। সে দিনই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন জেএমএম প্রতিষ্ঠাতা শিবু সোরেনের পুত্র। তাঁর আর্জি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো তাঁকেও লোকসভা ভোটে প্রচারের সুযোগ দেওয়া হোক।

জমি সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতির মামলায় গত ৩১ জানুয়ারি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গ্রেপ্তার করেছিল হেমন্তকে। গ্রেপ্তারির আগে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। ইডির গ্রেপ্তারিকে 'বেআইনি' বলে অভিযোগ করে শীর্ষ আদালতে আগেই আবেদন জানিয়েছেন হেমন্ত। বিচারপতি খান্না এবং বিচারপতি দত্তকে নিয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চে সেই আবেদনটিও বিচারাধীন।

অখিলেশের দলের বিদ্রোহী বিধায়ক মনোজ বিজেপিতে

রায়বরেলি, ১৭ মে: গত তিন মাস ধরে বারে বারেই বিজেপির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ্যে আসছিল। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ভাবে পদ্মশিবিরে শামিল হলেন সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র বিদ্রোহী বিধায়ক মনোজ পাণ্ডে। রায়বরেলী লোকসভার অন্তর্গত উঁচাহর কেন্দ্রের বিধায়ক মনোজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দেন।

ঘটনাচক্রে, তিন দিন পরে, আগামী সোমবার রায়বরেলি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। সেখানে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র প্রার্থী প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি টিকিট দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথের সরকারের মন্ত্রী দীনেশপ্রতাপ সিংকে। শনিবার সেখানে প্রচারের শেষ দিন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশে রাজ্যসভা ভোটের আগে সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক দলের মুখ্যসচেতক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন মনোজ। এর পর 'ক্রস ভোটিং' করে হারিয়ে দিয়েছিলেন অখিলেশের দলের তৃতীয় প্রার্থীকে।

কেজরির বাসভবনে গেল দিল্লি পুলিশ, ফরেন্সিক দল

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: দিল্লি পুলিশ এবং ফরেন্সিক দল পৌঁছল মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনে। সূত্রের খবর, কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিব বৈভব কুমারের বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন আম আদমি পার্টির (আপ) রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। তাঁর দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতেই তদন্ত করছে দিল্লি পুলিশ। সেই তদন্তের স্বার্থেই কেজরিওয়ালের বাসভবনে অভিযান চালাল দিল্লি পুলিশ। স্বাতীর দাবি, সোমবার কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাসভবনে গিয়েছিলেন তিনি। একটি ট্যাক্সি করে কেজরিওয়ালের বাসভবনে গিয়েছিলেন। সে সময়ই তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করেন বৈভব, এমনই অভিযোগ আপ সাংসদের। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজধানীতে।

বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করেন স্বাতী। রাতেই স্বাতীর মেডিক্যাল পরীক্ষাও করানো হয়েছিল দিল্লির এইমসে। পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগপত্রে স্বাতী জানান, কেজরির ব্যক্তিগত সচিব তাঁকে চড় মেরেছেন। এমনকি, তাঁর পেটে লাথি মারার অভিযোগ তুলেছেন আপ সাংসদ। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাতীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর বয়ান নথিবদ্ধ করে পুলিশ। শুক্রবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে স্বাতী নিজের কথা অভিযোগে তুলে ধরেন। শুক্রবার দুপুরেই কেজরীওয়ালের বাসভবনে হাজির হয় দিল্লি পুলিশের একটি দল। সূত্রের খবর, বসার ঘরে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে তারা। সেই ঘরেই তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ এবং মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন স্বাতী। পাশাপাশি, কেজরিওয়ালের বাসভবনের কর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গেও কথা বলবে পুলিশ। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হবে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

এ বার ভারতের মশলা নিষিদ্ধ করল নেপালও

কাঠমাণ্ডু, ১৭ মে: সিঙ্গাপুর এবং হংকংয়ের পর তৃতীয় দেশ হিসাবে ভারতের মশলা নিষিদ্ধ করেছে নেপাল। এমডিএইচ এবং এভারেস্টের সব মশলাই নিরাপত্তাজনিত কারণে আপাতত নেপালে নিষিদ্ধ। সংবাদ সংস্থা

এএনআই জানিয়েছে, ওই মশলাগুলির উপাদান পরীক্ষা করে দেখছে দেশের খাদ্য প্রযুক্তি এবং মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা। আপাতত নেপালে ওই ব্র্যান্ড দু'টির মশলা খাওয়া, কেনা এবং বিক্রি করা যাবে না।

নেপাল সরকারের খাদ্য প্রযুক্তি এবং মান নিয়ন্ত্রক বিভাগের মুখপাত্র মোহনকৃষ্ণ মহার্জন এএনআইকে বলেছেন, 'এমডিএইচ এবং এভারেস্টের মশলার আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের এখানে বাজারে ওই মশলা বিক্রিও নিষিদ্ধ করেছি। ওই মশলাগুলিতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাই এই পদক্ষেপ।' মোহনকৃষ্ণ আরও বলেন, 'এই নির্দিষ্ট দু'টি ব্র্যান্ডের মশলায় ক্ষতিকর রাসায়নিক আছে কি না, ঠিক কী ধরনের রাসায়নিক রয়েছে, তা আমরা খতিয়ে দেখছি। পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০ ০১৪ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **ই. টেন্ডার নং টিএন-১৫-২৪-২৫**-এর জন্য **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৯.০৪.২০২৪-এর প্রেক্ষিতে সংশোধনী।** উক্ত টেন্ডারে, **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** ২১.০৫.২০২৪-এর পরিবর্তে **০৭.০৬.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০টা** পড়তে হবে এবং **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** প্রকাশিত তথ্যের পরিবর্তে **০৭.০৬.২০২৪-এ দুপুর ৩টা** পড়তে হবে। অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (SDAH-62/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার/এডিএমএন, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক আমন্ত্রিত **পূর্ব রেলওয়ের জুন-২০২৪-এর ই-অকশন প্রোগ্রাম।**
নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫ **তারিখ ১৬.০৫.২০২৪**

ক্র.	ডিপো/ডিভিশন	আওতাধীন	তারিখ		
১.	বেলুড় ডিপো	বেলুড় ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিসন	১২.০৬.২০২৪	১৯.০৬.২০২৪	২৭.০৬.২০২৪
২.	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিসন	১১.০৬.২০২৪	১৯.০৬.২০২৪	২৮.০৬.২০২৪
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও মালদা ডিভিসন	১৪.০৬.২০২৪	২১.০৬.২০২৪	২৮.০৬.২০২৪
৪.	হাওড়া ডিভিসন	হাওড়া ডিভিসন	১২.০৬.২০২৪	১৯.০৬.২০২৪	২৬.০৬.২০২৪
৫.	আসানসোল ডিভিসন	আসানসোল ডিভিসন	০৫.০৬.২০২৪	১৪.০৬.২০২৪	২৬.০৬.২০২৪
৬.	শিয়ালদহ ডিভিসন	শিয়ালদহ ডিভিসন	২০.০৬.২০২৪	২৫.০৬.২০২৪	২৮.০৬.২০২৪
৭.	মালদা ডিভিসন	মালদা ডিভিসন	১২.০৬.২০২৪	২৬.০৬.২০২৪	

STORES-11/2024-25 চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার/এডিএমএন
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন - ৭৪২১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[পরিশিষ্ট IV রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা (সম্পত্তির মালিক) এর নাম	দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল অংশ সমন্বিত)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১	ক) **কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট শাখা** আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন: ৭৪১২৩৫। খ) **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী প্রবীর মন্ডল** পিতা পতিত পাবন মন্ডল ওয়ার্ড নং ২০, ঈশ্বর গুপ্ত লেনের নিকট, রথতলা হাইওয়ে, গ্রাম কাঁচড়াপাড়া, বুদ্ধপার্ক, কল্যাণী, পিন : ৭৪১২৩৫। **শ্রীমতি চৈতালী মন্ডল (জামিনদাতা)** স্বামী প্রবীর মন্ডল। **শ্রী আসরফ রহমান শেখ (জামিনদাতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ই-০৪, পঞ্চম তলে, পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৮৭৬.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক হল তথা ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, প্রিভি এবং এক ব্যালকনি, এবং সিঁড়ি এবং চাতাল এবং গ্যারাজ নং এ-৫, একতলায় পরিমাণ কমবেশি ২৫০বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, গ্রাম কাঁচড়াপাড়া, রথতলা , কাঁচড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো :কাঁচড়াপাড়া এবং থানা : কল্যাণী, জেলা : নদিয়া সম্পত্তি চৈতালী কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স **সম্পত্তি প্রবীর মন্ডলের নামে চৌহদ্দি :** উত্তরে: অন্যান্যের প্লট, দক্ষিণে : শ্রী উত্তম কুমার পাল, পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের নোটিশ ইস্যু করা হয়েছিল তারিখ ২৬.০৭.২০২৩ তা প্রত্যাহৃত অনিবার্য কারণবশত।	ক) ২৭.০৪.২০২৩ খ) ১৬.০৫.২০২৪ **গ) ১৬,২৩,৮৭১.০০ টাকা** (যোলো লাখ তেইশ হাজার আটশ একাত্তর টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) **কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট শাখা** আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন : ৭৪১২৩৫। খ) **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : মেসার্স নাথ উদ্যোগ,** বি-৭/৩৫(দ), সেন্ট্রাল পার্ক, কল্যাণী, পিন : ৭৪১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী রজত নাথ** পিতা প্রয়াত বীরেন চন্দ্র নাথ। **শ্রীমতি সুস্মিতা নাথ** স্বামী রজত নাথ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-জি একতলায় পরিমাণ ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৮০০ বর্গফুট এবং ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি একতলায় জি-৪ তলা বহুতল ভবনে তিন বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এক কিচেন, এবং দুই টয়লেট, সকলের ব্যবহারের যাবতীয় সুবিধা চলাচলের পথ গেট, সিঁড়ি এবং লিফট অবস্থিত প্লট নং বি-৮/৬৭ সাব ব্লক নং বি-৮ ব্লক নং বি, কল্যাণী টাউনশিপ, সাব ডিভিশন কল্যাণী, পো এবং থানা : কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, **চৌহদ্দি :** উত্তরে ৩০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : ভবন নং বি-৮/৭৪, পূর্বে : ভবন নং বি-৮/৬৮,পশ্চিমে : ভবন নং বি-৮/৬৬। ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের নোটিশ ইস্যু করা হয়েছিল তারিখ ২৬.০৭.২০২৩ তা প্রত্যাহৃত অনিবার্য কারণবশত।	ক) ০৮.০৫.২০২৩ খ) ১৬.০৫.২০২৪ **গ) ৫২,৩১,১৮২.০০ টাকা** (বাহান্ন লাখ একত্রিশ হাজার একশ বিরাশি টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ
৩	ক) **কৃষ্ণনগর মেন শাখা,** ডি এল রায় রোড, বউবাজার, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১০১ খ) **ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা : শ্রীমতি দুর্গা ঘোষ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা কৃষ্ণনগর, হোল্ডিং নং ৪৯, বি কে মোদক লেন, (নগেন্দ্র নগর ফার্স্ট নেল)। ওয়ার্ড নং ২৩ কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন, থানা : কোতোয়ালী, জেলা : নদিয়া, জেএল নং ৯২,এলআর খতিয়ান নং ৩১৮৭০, প্লট নং এলআর ৮১০, জমির এরিয়া : ১.৯৯ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি : বাড়ি, স্বত্ব দলিল নং ৬৪১৭/২০০৮ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর -কৃষ্ণনগর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৮, পৃষ্ঠা ২৩ থেকে ৩৩, তারিখ ২৩/০৭/২০০৮, **সম্পত্তি 'দুর্গা ঘোষ' এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : দুর্গা ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে : গৌর হালদারের সম্পত্তি, পূর্বে : দশরথ হালদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সড়ক।	ক) ০২.০২.২০২৪ খ) ১৭.০৫.২০২৪ **গ) ৬১,৮৫,৭০৯.০০ টাকা** (একষট্টি লাখ পঁচাশি হাজার সাতশ নয় টাকা) ০২.০২.২০২৪ **অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ
৪	ক) **কৃষ্ণনগর মেন শাখা** ডি এল রায় রোড, বউবাজার, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১০১। খ) **ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা : শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ**	**সম্পত্তি -১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন মৌজা : বি কে মোদক লেন (নগেন্দ্র নগর ফার্স্ট লেন) চালতা পুকুরেব নিকট, হোল্ডিং নং ৪২, ওয়ার্ড নং ২৩, কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন, পো : কৃষ্ণনগর, থানা : কোতোয়ালী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন : ৭৪১১০১, জেএল নং ৯২, খতিয়ান নং ৪১৯৭৫, প্লট নং ৮১৯, জমির এরিয়া : ২.৩০ ডেসিমেল, জমির ধরন : বাড়ি, স্বত্ব দলিল নং ১৫৮৭/২০১৫, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর-কৃষ্ণনগর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৩৬২১ থেকে ৩৬৩২, তারিখ ২০/০২/২০১৫ **সম্পত্তি বিশ্বনাথ ঘোষের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুধীর গুইন এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : তারক গুইন এর সম্পত্তি, পূর্বে : বি কে মোদক লেন কংক্রিট রোড, পশ্চিমে : শ্রী কমল মিত্র এর সম্পত্তি। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ৪ তলা ভবন , এম জি রোড, হোল্ডিং নং ৮৬, ওয়ার্ড নং ২৪, কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন, পো : কৃষ্ণনগর, থানা :কোতোয়ালী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ,পিন :৭৪১১০১, জেএল নং ৯২,খতিয়ান নং ৪৩৫৩২, পল্ট নং ৫২১, জমির এরিয়া : ১.৮০ ডেসিমেল, শ্রেণি : বাড়ি। স্বত্ব দলিল নং ২৬৪২/২০১৬, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর -কৃষ্ণনগর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০২-২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৪৭৮৯ থেকে ৫৪৮০২, তারিখ : ১৯.০৩.২০১৬, **সম্পত্তি বিশ্বনাথ ঘোষ এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : এম জি রোড, দক্ষিণে : শঙ্কর ঘোষের ভবন, পূর্বে : পুরসভা মেটাল রোড, পশ্চিমে : সঞ্জয় ঘোষের ভবন।	ক) ০২.০২.২০২৪ খ) ১৭.০৫.২০২৪ **গ) ৬১,৮৫,৭০৯.০০ টাকা** (একষট্টি লাখ পঁচাশি হাজার সাতশ নয় টাকা) ০২.০২.২০২৪ **অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ
৫	ক) **কৃষ্ণনগর মেন শাখা** ডি এল রায় রোড, বউবাজার, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১০১। খ) **ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা : শ্রী সমীর ঘোষ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন মৌজা : বি কে মোদক লেন (নগেন্দ্র নগর ফার্স্ট লেন) চালতা পুকুরের নিকট, হোল্ডিং নং ৫০, ওয়ার্ড নং ২৩, কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন, পো : কৃষ্ণনগর, থানা : কোতোয়ালী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ,পিন : ৭৪১১০১, জেএল নং ৯২, খতিয়ান নং ৪৪৬৭২, প্লট নং ৮১৭, জমির এরিয়া : ১.৫০ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : বাড়ি। স্বত্ব দলিল নং ৮৩৭১/২০১৬, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর -কৃষ্ণনগর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০২-২০১৬,পৃষ্ঠা ১৫৮৬৮০ থেকে ১৫৮৭০৯, তারিখ ০৫/১০/২০১৬ **সম্পত্তি সমীর ঘোষের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ভবেশ দে এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : শ্যামল দে এর সম্পত্তি, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড, পশ্চিমে : শ্রী হরি হালদারের সম্পত্তি।	ক) ০২.০২.২০২৪ খ) ১৭.০৫.২০২৪ **গ) ৬১,৮৫,৭০৯.০০ টাকা** (একষট্টি লাখ পঁচাশি হাজার সাতশ নয় টাকা) ০২.০২.২০২৪ **অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১৮.০৫.২০২৪
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, মেগা ই-অকশন তারিখ: ১৮.০৬.২০২৪

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক punjab national bank

সার্কেল সাস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না অর্থ জমা) এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ এবং সময় ১৭.০৬.২০২৪/ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪ নং) -এর অধীন ব্যাঙ্কে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) অনুবিধির সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/ বাস্তবিক / প্রতীকী দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক/ সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বকেয়া পাওনা উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ও অগ্রিম মূল্য জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (উক্ত সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলের অধীন))

ক্র. নং	শাখার নাম / ঋণগ্রহীতাগণের/জামিনদারগণের নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) আইবিএপিআই পোর্টাল প্রপার্টি আইডি	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম : নগর (০৪২১২০)** **গোলাম রসুল মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** **পিতা- খোদাবক্স মন্ডল** গ্রাম- নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর পোঃঅঃ- নগর, থানা- খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৫৯ **ঋণগ্রহীতা : নাসিমা কবীর** **স্বামী- গোলাম রসুল মন্ডল** গ্রাম- নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর পোঃঅঃ- নগর, থানা- খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৫৯	গোলাম রসুল মন্ডল, পিতা- খোদাবক্স মন্ডল এবং নাসিমা কবীর, স্বামী- গোলাম রসুল মন্ডল -এর নামে প্লট নং ২৬৩০, খতিয়ান নং ৩৬০৯ এবং ৩৬১০, মৌজা-আতাই, জে.এল. নং ১২, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত আনুমানিক ৫.১৭ ডেসিমেল পরিমাপিত জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **স্বত্বাধিকারী :** ১. গোলাম রসুল মন্ডল, পিতা- খোদাবক্স মন্ডল। ২. নাসিমা কবীর, স্বামী- গোলাম রসুল মন্ডল। গ্রাম- নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পোঃঅঃ- নগর, থানা- খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৫৯ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৫.০২.২০২০ খ) ০৮.০৬.২০২০ গ) ৮,৬৬,৫৪১.০০ টাকা **(আট লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত একচল্লিশ টাকা মাত্র)** ৩১.০১.২০২০ অনুযায়ী ৩১.০১.২০২০ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মূল্য এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৬,৬৮,৬০০.০০ টাকা খ) ১,৬৬,৮৬০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০০ টাকা ঘ) PUNBU44174416	ক) ১৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) জানা নেই

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** -তে **১৮.০৬.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা।**
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.in**
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা **শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (সিএম)** -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, **মোঃ ৯৮০১৮১২১৬০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীন সংবিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪
স্থান : বহরমপুর

শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

রাহুল, পুরানের অর্ধশতরান, মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ২১৪ রান তুলল লখনউ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের প্লে-অফে যাওয়ার ক্ষীণ আশা বাঁচিয়ে রাখতে গেলে জিততেই হবে, এই পরিস্থিতিতে খেলতে নেমে শুক্রবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ২১৪/৬ তুলল লখনউ সুপার জায়ান্টস। অর্ধশতরান করলেন কেএল রাহুল এবং নিকোলাস পুরান। তবে পুরানের ঝোড়ো ইনিংস না থাকলে এত রান তুলতে পারত না লখনউ।

ইনিংসের তৃতীয় বলেই ধাক্কা খায় লখনউ। ফিরে যান দেবদত্ত পাড়িক্কল। নুয়ান থুসারার বলে আউট হন তিনি। পরের ওভারে অল্পের জন্য বেঁচে যান মার্কাস স্টোয়নিস।

অর্জুন তেন্ডুলকরের বলে তাঁকে আউট দিয়েছিলেন আম্পায়ার। ডিআরএস নিয়ে বেঁচে যান স্টোয়নিস। এর পর রাহুল এবং স্টোয়নিস মিলে লখনউয়ের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। স্টোয়নিস ২৮ রানে আউট হন পীযূষ চাওলার বলে।

দীপক হুডা নামলেও ১১ রানের বেশি করতে পারেননি। তাঁকেও ফেরান পীযূষ। তবে পুরান নামতেই লখনউয়ের খেলা বদলে যায়। শুরু থেকেই চালাতে থাকেন ওয়েস্ট ইন্ডিজরে ব্যাটার। আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করতে থাকেন। মুম্বইয়ের কোনও বোলার তাঁর সামনে টিকতে পারেননি। অংশুল কম্বোজের একটি ওভার থেকে ২২ এবং নমন ধীরের একটি ওভার থেকে ২৯ রান ওঠে।

রেয়াত করা হয়নি হার্দিক পাণ্ড্যকেও। ১৯ বলে অর্ধশতরান করেন পুরান।

অবশেষে ১৮তম ওভারে ১০৯ রানের এই জুটি ভাঙেন থুসারা। পর পর দু'বলে পুরান এবং আর্শাদ খানকে ফেরান। ১৯তম ওভারের প্রথম বলে রাহুলকে (৫৫) ফেরান পীযূষ।

কে কোথায় দাঁড়িয়ে

কলকাতা নাইট রাইডার্স
১৩ ম্যাচে ৯টি জয়, ১৯ পয়েন্ট

রাজস্থান রয়্যালস
১৩ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

চেন্নাই সুপার কিংস
১৩ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
১২ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪পয়েন্ট

দিল্লি ক্যাপিটালস
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
১৩ ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
১৩ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

গুজরাট টাইটানস
১৩ ম্যাচে ৫টি জয়, ১১ পয়েন্ট

পঞ্জাব কিংস
১২ ম্যাচে ৫টি জয়, ১০ পয়েন্ট

মুম্বই ইন্ডিয়ানস
১৩ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

গম্ভীরকে কোচ হওয়ার প্রস্তাব

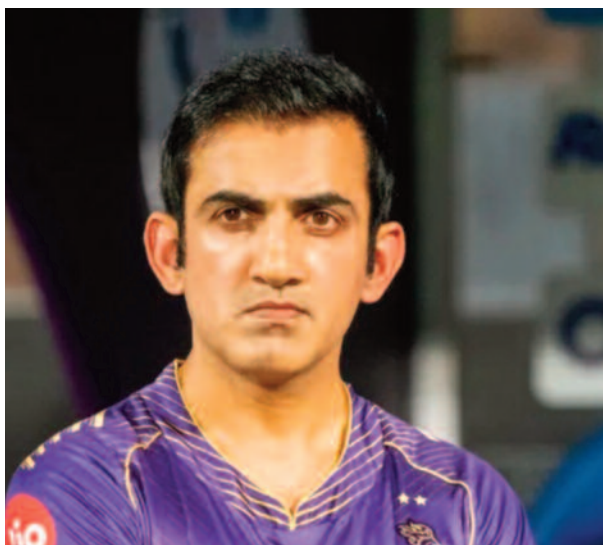

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরেই ভারতীয় দলের কোচের পদ থেকে সরে যাবেন রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর উত্তরসূরি খুঁজতে এ বার কেকেআরের দিকে হাত বাড়াল ভারতীয় বোর্ড (বিসিসিআই)। গৌতম গম্ভীরকে কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে তারা। গম্ভীর এখন কেকেআরের মেন্টর।

এক ওয়েবসাইটের দাবি, বোর্ডের তরফে গম্ভীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি কোচের পদে আসতে আগ্রহী কি না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। কেকেআরের আইপিএল শেষ হয়ে যাওয়ার পর বোর্ডকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা রয়েছে গম্ভীরের। সেখানেই বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

আগামী ২৭ জুন কোচ হওয়ার পদে আবেদন করার শেষ দিন। কেকেআর ফাইনালে উঠলেও হাতে এক দিন সময় পাবেন গম্ভীর। সে দিনই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন গম্ভীর। দ্রাবিড় ইতিমধ্যেই বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি আর কোচ হতে আগ্রহী নন।

আন্তর্জাতিক বা ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা নেই গম্ভীরের। তবে মেন্টর হিসাবে তিন বছর কাজ করছেন আইপিএলে। গত দু'বার লখনউ সুপার জায়ান্টসে থাকাকালীন দলকে প্লে-অফে তুলেছিলেন। এ বার গম্ভীরের অধীনে কেকেআর আইপিএলের শীর্ষে। শাহরুখ খানই গম্ভীরকে মেন্টর হতে রাজি করিয়েছিলেন। তিনি গম্ভীরকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে চাইবেন কি না তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১ সালে এক দিনের বিশ্বকাপজয়ী দলে ছিলেন গম্ভীর। দু'টি প্রতিযোগিতাতেই ফাইনালে দলকে জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তার পরে দু'বার কেকেআরকে অধিনায়ক হিসাবে আইপিএল জেতান। এ বার তাঁর সামনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ রাখতে চলেছে বোর্ড।

কোহলির প্রশংসা বিশ্বের দ্রুততম মানবের! বিরাটে মুগ্ধ উসাইন বোল্ট

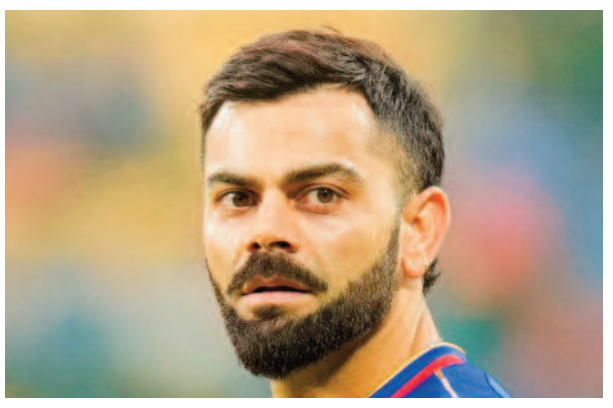

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক্সে তাঁর রেকর্ড এখনও কেউ ভাঙতে পারেননি। আট বারের সোনাজয়ী সেই উসাইন বোল্ট এখন মজেছেন ক্রিকেটে। নিজের দেশে ক্রিকেট বিশ্বকাপ হবে। তর সইছে না বোল্টের। ক্রিকেট নিয়ে মেতেছেন তিনি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি প্রশংসা করেছেন বিরাট কোহলির।

দৌড়ের বাইরে ফুটবল নিয়ে আগ্রহ রয়েছে বোল্টের। বহু বার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। হঠাৎই তাঁকে ক্রিকেট নিয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। তাঁর দেখা সেরা ক্রিকেটারদের নিয়ে কথা বলেছেন বোল্ট।

সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, তবহু বছর ওয়াসিম আক্রমকে লক্ষ করেছি। ওর ইনসুইং ইয়র্কার খুব ভাল লাগত। তার পরে কোর্টনি ওয়ালশ এবং কার্টলি অ্যামব্রোজ তো ছিলই। বহু বছর ধরে ওদের সমীহ করেছি। নিজেদের বিভাগে দাপট দেখাত ওরা।দ

বোল্টের সংযোজন, তবাবার মতো আমিও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে সমর্থন করি। তবে আমি সচিন তেন্ডুলকরের সমর্থক। সচিন এবং ব্রায়ান লারাকে দেখেই বড় হয়ে উঠেছি। দারুণ শত্রুতা ছিল ওর মধ্যে।দ

এর পরেই কোহলির প্রশংসা করেছেন বোল্ট। বলেছেন, তএখন নকার ক্রিকেটারদের মধ্যে নিঃসন্দেহে কোহলি সবার থেকে এগিয়ে রয়েছে।দ

বিশ্বকাপের দূত হিসাবে আইসিসি বোল্টকে নিয়োগ করেছে। ভারত-পাকিস্তান যে মাঠে খেলা হবে সেই মাঠেও গিয়েছেন তিনি। একই সাক্ষাৎকারে বোল্ট বলেছেন, ''আমি সব সময় দেশের পাশে থাকব। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে বেশ কয়েক জন ক্রিকেটার রয়েছে, যারা বড় শট খেলতে পারে। ঠিক মতো পারফর্ম করতে পারে নিশ্চিত ভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চ্যাম্পিয়ন হবে।''

বিশ্বকাপের দূত হিসাবে সম্মানিত ক্রিস গেলের বন্ধু। বোল্ট বলেছেন, ''অবশেষে আবার ক্রিকেটের অংশ হতে পেরে ভাল লাগছে। এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি খুশি। ক্রিকেট আমার অন্যতম প্রিয় খেলা। ক্রিকেটের প্রসারের চেষ্টা করব।''

আমার অধিনায়কত্ব সরল: পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের আইপিএলে যতটা না আলোচনায় ছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, তার চেয়ে বেশি আলোচিত ছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটির অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। প্রথমবার মুম্বাইকে নেতৃত্ব দেওয়া এই অলরাউন্ডার অধিনায়কত্ব নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন বারবার। ব্যাটে-বলেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। মুম্বাইও প্লে,অফে ওঠার আগেই ছিটকে গেছে। টুর্নামেন্টে আজ নিজেদের শেষ ম্যাচের আগে নিজের অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলছেন পান্ডিয়া। নিজের অধিনায়কত্ব ফলকেন্দ্রিক নয় বলে দাবি করেছেন পান্ডিয়া।

স্টার স্পোর্টস প্রকাশিত এক ভিডিওতে পান্ডিয়া বলেছেন, 'আমার অধিনায়কত্ব সরল। হার্দিক পান্ডিয়া তাঁর ১০ জন সতীর্থকে নিয়ে খেলছে। কৌশলটাও সরল; খেলোয়াড়দের দেখাশোনা করা, আত্মবিশ্বাস দেওয়া, ভালোবাসা দেওয়া। তারা মাঠে গিয়ে শতভাগের বেশি দেবে, এটাই আমি তাদের কাছে চাই। আমি ফলকেন্দ্রিক অধিনায়ক নই, অ্যাপ্রোচটা গুরুত্ব দিই।'

পান্ডিয়া যোগ করেন, 'আমি দেখি, খেলোয়াড়েরা মাঠে কী মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং আমার মনে হয় এটাই দলের জন্য ভালো। আমার মনে হয়, সামনে গিয়ে কখনো না কখনো এটা দলকে সাহায্য করে।'

অধিনায়ক হিসেবে এবার ব্যর্থ হলেও আইপিএলে অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়াকে সফলই বলতে হবে। এই মৌসুমের আগে গুজরাট টাইটানসকে দুই মৌসুমে নেতৃত্ব দিয়েছেন পান্ডিয়া। ২০২২ সালে অভিষেক মৌসুমে গুজরাটকে চ্যাম্পিয়ন করেন পান্ডিয়া। পরের মৌসুমে অর্থাৎ ২০২৩ সাল গুজরাট খেলেছে ফাইনাল। শেষ দুই বলে চেন্নাই সুপার কিংসের রবীন্দ্র জাদেজা ১০ রানের সমীকরণ মিলিয়ে না ফেললে চ্যাম্পিয়ন হতো সেবারও। পান্ডিয়া দুই মৌসুমে নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনে থেকে।

তবে এবারের মৌসুমটা ভুলে যেতেই হয়তো চাইবেন পান্ডিয়া। ট্রল, সমালোচনার জবাব দেওয়ার জন্য যে পারফর্ম করার প্রয়োজন ছিল, মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়া তার ধারেকাছেও করতে পারেননি। ব্যাট হাতে ১২ ইনিংসে করেছেন ২০০ রান। গড়টা ২০, এরও কম। অন্যদিকে বল হাতে ১১ উইকেট নিয়েছেন, সেটা আবার ১০.৫৮ ইকোনমি রেটে।

এই পান্ডিয়াই এবারের বিশ্বকাপে ভারতের সহ-অধিনায়ক। নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মার অবর্তমানে ভারতকে একাধিকবার নেতৃত্ব দিয়েছেন পান্ডিয়া। রোহিত নেতৃত্ব ছেড়ে দিলে স্থায়ীভাবে পান্ডিয়াই ভারতের অধিনায়ক হবেন বলে মনে করেন অনেকে।

২০২৭ নারী বিশ্বকাপ ব্রাজিলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম দেশ হিসেবে ফিফা নারী বিশ্বকাপ আয়োজন করবে ব্রাজিল। আজ মেয়েদের ২০২৭ ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে ব্রাজিলের নাম ঘোষণা করেছে ফিফা। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চলমান ৭৪তম ফিফা কংগ্রেসে ভোটাভুটিতে ব্রাজিলের পক্ষে রায় দিয়েছে বেশির ভাগ দেশ।

২০২৭ বিশ্বকাপ আয়োজনের লড়াইয়ে ব্রাজিলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানির সমন্বয়ে গঠিত জোট বিএনজি। ভোটাভুটিতে ব্রাজিল পেয়েছে ১১৯ ভোট, বিএনজি ৭৮। দক্ষিণ এশিয়ার সব কটি দেশ ব্রাজিলের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

১৯৯১ সালে নারী বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার পর থেকে ২০২৩ পর্যন্ত হয়েছে ৯টি আসর। এর মধ্যে তিনটি করে হয়েছে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায়, এশিয়ায় দুটি, ওশেনিয়ায় ১টি। ব্রাজিল ২০১৪ সালে ছেলেদের ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল। দুই বছর পর রিওতে আয়োজন করে অলিম্পিকও। অবকাঠামোগত দিক দিয়ে বিশ্বকাপের জন্য বিএনজির তুলনায় ব্রাজিল এগিয়ে বলে ফিফার মূল্যায়ন প্রতিবেদনেও উঠে এসেছিল।

গত বছর অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে হওয়া নবম ফিফা বিশ্বকাপ মাঠ ও মাঠের বাইরে ব্যাপকভাবে আলোচিত ছিল। গ্যালারি ও টিভি দর্শকে হয়েছিল নতুন রেকর্ড। আর সাতটি দলের প্রথম জয়, তিনটি আফ্রিকান দলের শেষ ষোলোয় ওঠা আর প্রথমবারের মতো ছয় মহাদেশের দলের নূন্যতম একটি জয়ের রেকর্ডে মাঠের ফুটবলও ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ২০২৩-এর মতো ২০২৭ সালেও বিশ্বকাপে খেলবে ৩২ দল। এই প্রতিযোগিতার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেন।

প্লে অফ আর শীর্ষ দুইয়ে থাকতে কোন দলকে কী করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুজরাট টাইটানস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের গতকালের ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার পর প্লে-অফে খেলা নিশ্চিত হয়েছে হায়দরাবাদের। শেষ চারে তারা সঙ্গী হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রাজস্থান রয়্যালসের। প্লে-অফে এখনো একটি জায়গা বাকি। কলকাতার আবার শীর্ষে থাকাও নিশ্চিত হয়েছে। ফলে এখন আইপিএলের রোমাঞ্চ মূলত প্লে, অফের শেষ চারে কারা জায়গা করে নেবে শেষ দল হিসেবে, সঙ্গে শীর্ষ দুইয়ে কলকাতার সঙ্গী হবে কারা; সেটি দেখার। দলগুলোর সামনে যেমন সমীকরণ;

রাজস্থান রয়্যালস (বর্তমান অবস্থান দ্বিতীয়)
১৩ ম্যাচ, ১৬ পয়েন্ট, নেট রান রেট +০.২৭৩
ম্যাচ বাকি কলকাতা

আগামী রোববার কলকাতাকে হারাতে পারলেই দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিশ্চিত হবে রাজস্থান রয়্যালসের। যদিও দলটি সে ম্যাচে নামবে টানা চারটি হারের বোঝা মাথায় নিয়ে। অবশ্য শেষ ম্যাচে হেরেও দুই নম্বরে থাকতে পারে রাজস্থান। তবে সে জন্য হায়দরাবাদকে তাদের শেষ ম্যাচ হারতে হবে, চেন্নাইয়ের এক পয়েন্টের বেশি পাওয়া যাবে না।

অন্যদিকে কলকাতার কাছে হেরে চার নম্বরেও নেমে যেতে পারে রাজস্থান। সে ক্ষেত্রে অবশ্য হায়দরাবাদকে শেষ ম্যাচে অন্তত ১ পয়েন্ট পেতে হবে আর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে জিততে হবে চেন্নাই সুপার কিংসকে।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (বর্তমান অবস্থান তৃতীয়)
১৩ ম্যাচ, ১৫ পয়েন্ট, নেট রান রেট +০.৪০৬
ম্যাচ বাকি পঞ্জাব

ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়াতে শেষ চার নিশ্চিত হলেও শীর্ষ দুইয়ে থেকে লিগ শেষ করার সমীকরণ এখন আর নিজেদের হাতে নেই হায়দরাবাদের। শেষ ম্যাচে পাঞ্জাবকে হারালেও তাদের পয়েন্ট হবে ১৭, অন্যদিকে কলকাতাকে হারিয়ে ১৮ পয়েন্ট হতে পারে রাজস্থানের।

তবে শেষ ম্যাচে যদি হায়দরাবাদ জেতে আর ওদিকে রাজস্থান হারে, তাহলে শীর্ষ দুইয়ে থাকবে হায়দরাবাদ। এটি না হলে মিলতে হবে সব সমীকরণ; হায়দরাবাদের শেষ ম্যাচ পরিত্যক্ত, রাজস্থানের হার আর বেঙ্গালুরুর কাছে চেন্নাইয়ের হার।

চেন্নাই সুপার কিংস (বর্তমান অবস্থান চতুর্থ)
১৩ ম্যাচ, ১৪ পয়েন্ট, + ০.৫২৮ নেট রান রেট
ম্যাচ বাকি বেঙ্গালুরু

প্লে ফে যেতে চেন্নাইয়ের এক পয়েন্টই যথেষ্ট, যেহেতু তাদের শেষ ম্যাচ বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে। তবে বেঙ্গালুরুকে হারালে শীর্ষ দুইয়ের সম্ভাবনাও থাকবে তাদের। সে ক্ষেত্রে রাজস্থানকে হারতে হবে আর হায়দরাবাদের শেষ ম্যাচে এক পয়েন্টের বেশি পাওয়া যাবে না।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (বর্তমান অবস্থান ষষ্ঠ)
১৩ ম্যাচ, ১২ পয়েন্ট, নেট রান রেট + ০.৩৮৭
ম্যাচ বাকি চেন্নাই

টানা ৫ ম্যাচ জিতে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বেঙ্গালুরু। কিন্তু প্লে-অফে যেতে তাদের সমীকরণটা এখনো সহজ নয়। শুধু আগামীকাল চেন্নাইকে হারালেই চলবে না, নেট রান রেটের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তবে নিজেদের লক্ষ্যটা জেনেই নামতে পারবে দলটি। ধরে নেওয়া যাক, এ ম্যাচে ২০০ রান করল বেঙ্গালুরু। সে ক্ষেত্রে চেন্নাইকে অন্তত ১৮ রানে হারাতে হবে। আর তাদের লক্ষ্য যদি ২০০ রান হয়, তাহলে অন্তত ১১ বল হাতে রেখে জিততে হবে।

ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে কোনো আশা থাকবে না বেঙ্গালুরুর। কোনো কারণে ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে এলে সমীকরণটা আরও কঠিন হয়ে যাবে তাদের।

লিভারপুলের দিনগুলো ভুলব না, বিদায়বেলায় ক্লপ

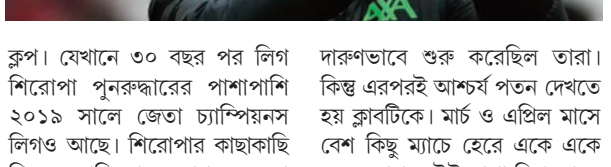

নিজস্ব প্রতিনিধি: সবকিছুরই শেষ আছে। কিন্তু সব শেষ সব সময় আনন্দদায়ক হয় না। লিভারপুলে ইয়ুর্গেন ক্লপের বিদায়ও তেমন। ক্লপ যখন লিভারপুলের দায়িত্ব নিয়ে অ্যানফিল্ডে এসেছিলেন, লিভারপুল তখন যেন ঐতিহ্যের জীবাশ্মতে পরিণত হওয়া ক্লাব। লিগ শিরোপা জেতার বয়স পেরিয়ে গেছে ২৫ বছর, এমনকি চ্যাম্পিয়নস লিগও জেতা হয়নি এক দশক ধরে।

সেই ক্লাবটিই ক্লপের জাদুকরি স্পর্শে জেগে ওঠে নতুন করে। গত প্রায় ৯ বছরে লিভারপুলকে সম্ভাব্য সব শিরোপাই জিতিয়েছেন ক্লপ। কাছাকাছি গিয়ে কয়েকটি শিরোপা হাতছাড়া না হলে আরও সমৃদ্ধ হতে পারত জার্মান কোচের অর্জন। কিন্তু বিদায়বেলায় ক্লপের কোনো আক্ষেপ নেই। অ্যানফিল্ডে যা পেয়েছেন, ক্লপ তাতেই খুশি। লিভারপুলকে বিদায় বলাও কত বেদনাদায়ক, সেটাও জানিয়েছেন তিনি।

চলতি বছরের ২৬ জানুয়ারি আকস্মিকভাবে লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা দেন ক্লপ। এক ভিডিও বার্তায় জানিয়ে দেন, মৌসুম শেষে তিনি আর লিভারপুলের কোচ থাকছেন না। নিজের বিদায়ের কারণ হিসেবে প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন ক্লপ। এরপর শুরু হয় ক্ষণগণনা। আগামী রোববার লিভারপুলের কোচ হিসেবে শেষবারের মতো ডাগআউটে দাঁড়াবেন ক্লপ। অ্যানফিল্ডে নিজের বিদায়ী ম্যাচের আগে আজ শেষবারের মতো এসেছিলেন ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে। এর পুরোটা জুড়েই ছিল ক্লপের বিদায়ের প্রসঙ্গ

বিদায়মুহূর্ত নিয়ে ক্লপ বলেছেন, 'এটা আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ একটা সপ্তাহ ছিল। এই সপ্তাহে আমি প্রায়ই তবিদায়দ বলেছি। আমাদের এটা দেখানোর প্রয়োজন নেই সপ্তাহটা খুব স্বাভাবিক ছিল; কারণ, এটা আসলেই ছিল না। বিদায় বলা আমার মনে হয় না কখনো সুন্দর কিছু। কিন্তু বেদনা বা দুঃখবোধ ছাড়া যখন বিদায় নিতে হয়, তখন এর মানে হলো আমরা একসঙ্গে যে সময় কাটিয়েছি সেটা ভালো ছিল না। কিন্তু এখানে আমরা দারুণ সময়ই কাটিয়েছি। তাই এটা স্পষ্ট যে বিষয়টা খুবই কঠিন হবে।'

২০১৫ সালের অক্টোবরে লিভারপুলে আসার পর ক্লাবটির হয়ে সাতটি বড় শিরোপা জিতেছেন ক্লপ। যেখানে ৩০ বছর পর লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি ২০১৯ সালে জেতা চ্যাম্পিয়নস লিগও আছে। শিরোপার কাছাকাছি গিয়ে একাধিকবার হতাশ হতে না হলে ক্লপের লিভারপুলের ট্রফি ক্যাবিনেট আরও চোখধাঁধানো হতো। ক্লপের অধীনে দুই মৌসুমে মাত্র ১ পয়েন্টের জন্য ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ট্রফি হাতছাড়া করেছে লিভারপুল। এ ছাড়া দুবার (২০১৮ ও ২০২২) রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ফাইনালে হারায় হাতছাড়া হয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফিও।

এ মৌসুমেও একপর্যায়ে 'কোয়াড্রপল' শিরোপা জয়ের পথে ছিল লিভারপুল। ফেব্রুয়ারিতে লিগ কাপ জিতে লক্ষ্যের পথে যাত্রাটা দারুণভাবে শুরু করেছিল তারা। কিন্তু এরপরই আশ্চর্য পতন দেখতে হয় ক্লাবটিকে। মার্চ ও এপ্রিল মাসে বেশ কিছু ম্যাচে হেরে একে একে এফএ কাপ ও ইউরোপা লিগ থেকে ছিটকে পড়ে লিভারপুল। প্রিমিয়ার লিগেও এখন ৩ নম্বর স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে দলটিকে। ক্লপ বলেছেন, 'আমি জানি আমরা আরও অনেক বেশি জিততে পারতাম। কিন্তু আমি সেটা বদলাতে পারব না, ফলে যা হয়েছে তা নিয়ে আমি খুশি।'

১ পয়েন্টের জন্য দুবার শিরোপা হাতছাড়া করার অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে ক্লপ যোগ করেন, '১ পয়েন্টের জন্য চ্যাম্পিয়ন হতে না পারাটা ভালো অভিজ্ঞতা নয়। কাছাকাছি গিয়ে জিততে না পারাটা ইতিহাসে লেখা থাকবে না।'

বিশ্বব্যাপী সমর্থক গোষ্ঠীর কারণেও লিভারপুল বেশ জনপ্রিয়। প্রায় এক দশক সমর্থকদের সঙ্গে দারুণ এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ক্লপের। শিরোপা জিতে যেমন সমর্থকদের আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন, সমর্থকেরাও হৃদয় উজাড় করে ভালোবেসেছেন ক্লপকে। নিজেকে জনসাধারণের প্রতিনিধি উল্লেখ করে ক্লপ বলেন, 'আমরা জনগণের দূত। আমরা চেষ্টা করতে হয় তাদের স্বপ্নপূরণের।'

অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির প্রতি নিজের ভালোবাসার প্রকাশ করতে গিয়ে ক্লপ আরও যোগ করেন, 'এখানে আমার জীবনের প্রায় এক দশক কাটিয়েছি। নানা দিক থেকে এটা দারুণভাবে প্রভাববিস্তারী ছিল। আমি এই জায়গার সবকিছু ভালোবাসি। আমি স্মৃতিগুলো সঙ্গে নিয়ে যাব। অসাধারণ সব স্মৃতি। পাশাপাশি আমি বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কগুলোও সঙ্গে নিয়ে যাব। জীবনের একটি দশক দেওয়া খুব বড় ব্যাপার। এ সময়ের একটি দিনও আমি ভুলব না। কারণ, এখানে আমি নিজের দেখা সেরা মানুষগুলোকে পেয়েছি।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**